

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিন সুলতানা

রোলঃ 23090121037

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিন সুলতানা

রোলঃ 23090121037

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিন সুলতানা, আইডিঃ 23090121037 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sabrin Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সাবরিন সুলতানা

আইডিঃ 23090121037

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	7
ইলম (জ্ঞান).....	8
ইলমের পরিচয়	8
ইলম-এর প্রকারভেদ	10
ইলমের পরিধি	11
ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	11
শরীয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং ইলম	12
ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত	17
ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে:	17
ইলম দৃষ্টির আলো:.....	18
ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে:.....	18
ইলমুল ওয়াহী মানুষকে বিনয়রত করে তোলে:.....	19
ইলম অমূল্য সম্পদ:.....	19
ইলম হলো উত্তম জিহাদ:.....	19
ইলম ঈর্ষণীয় বস্তু:.....	21
ইলম মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ:.....	21
কুরআনের ইলম আলোকবিচ্ছুরণকারী নূর:	23
ইলমের আকর্ষণ ও চাহিদা নিঃশেষ:.....	24
ঈমানদারদের উপর ইলমের নিয়ামাত:.....	25
ইলম তলব করা কাফফারা:	25
ইলম কাক্ষিত হারানো সম্পদের মত:	26
ইলম ও আলিম-এর ফজিলত.....	27
আলিম ও অন্যদের মাঝে কোন সমকক্ষতা নেই:.....	27

আলিমের সাওয়াব কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না:	28
আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করেন:.....	29
আলিমের অল্প কষ্টে বেশি বিনিময়:.....	29
ইলম উপলক্ষ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস:	30
ইলম বৃদ্ধির দুয়া করা:	31
ইলম-ই সর্বোত্তম প্রতিদান:.....	31
নফল ইবাদতের চাইতে ইলমের ফযিলত উত্তম:.....	32
শয়তানের নিকট আবেদের চাইতে আলিম বেশি কঠিন:.....	33
আলিমগণের মর্যাদা.....	34
উম্মতের মাঝে আলিমগণের মর্যাদা:.....	34
ওয়ারাছাতুল আশিয়া সম্পর্কিত হাদিস:.....	36
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ:.....	37
কুরআন-এ আলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধির আয়াতসমূহ:	45
ইলম তার বাহকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে:.....	47
ইলম দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদার কারণ:	47
নৈকট্যলাভ নুবুওয়াতি মর্যাদার একটি:	50
আহলে ইলমদের (আলিম) প্রতি আল্লাহর প্রশংসা:.....	51
আলিমগণ উম্মতের ইমাম ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি.....	56
ইলমের ধারকগণ উম্মতের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি:	56
আলিমগণ উম্মতের ইমাম:	57
আলিমগণ সালাতের ইমাম:.....	58
ইলম দ্বারাই দাওয়াতের আমল হয়	59
ইলম দাওয়াতের মাধ্যম:.....	59
দাঈগণের সাওয়াব:.....	61
ইলমের ফলাফল.....	63
কল্যাণের গুণাবলী:.....	63
শয়তানের প্রবেশদ্বার সম্পর্কে জানা:.....	65

ইলম এবং আমল:.....	67
ইলমের নূর (আলো) ও অজ্ঞতার অন্ধকার	70
ইলম জীবন ও নূর (আলো):.....	70
জাহালাতের অন্ধকার:.....	72
জাহালতই (অজ্ঞতা) সব বিশৃঙ্খলার জড়:	73
জাহালত (অজ্ঞতা) জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি:.....	73
মূর্খতা অন্ধত্ব:.....	74
ইলমের ফযিলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বানী:	74
উম্মতের সম্মানিত পূর্বসূরী আলিমগণের দৃষ্টিতে ইলম:.....	77
ইলম তলব প্রসঙ্গে নারীজাতি পুরুষের সহোদরা:.....	81
ইলম প্রসঙ্গে নারীর প্রতি নবিজির গুরুত্ব প্রদান:	83
উপসংহার:	88
তথ্যসূত্র:.....	89

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই ইলম অর্জনের যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। এই ইলম বা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই মানুষ, যারা সৃষ্টির সর্বসেরা দুনিয়াবি জীবনে নানা প্রয়োজন বিভিন্ন উত্তম পন্থা আবিষ্কার করে।

আবার তেমনি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে। এই কথা কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন।

তাই, দুনিয়াতে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদত তথা তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলা এবং অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকা।

আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো ইলম অর্জন করা। ইলম ছাড়া আমল, ইবাদত অসম্ভব। যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করেন, তিনি অর্জনের চেয়ে বরবাদই বেশি করেন।

তাই, আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য, ইবাদত করতে হলে আগে জানা চাই, তারপরে আমল বা মান্য করা।

পবিত্র কুরআনুল কারিম অনেক আয়াত এবং হাদিসে রাসুলে অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায় ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের সর্বপ্রথম শব্দ: 'اِقْرَأْ-পড়ো'। এটি একটি আদেশমূলক শব্দ, যা পড়ার আদেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা হেরা গুহায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সর্বপ্রথম যে ওহি নাজিল করলেন, তার প্রথম আয়াত ছিলো:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ: পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

-সূরা আলাক:১

সকল পরিচয়ের পূর্বেই, সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করার আগেই নিছক একটি আদেশসূচক শব্দে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজিকে বললেন-'পড়ো'।

মহাগ্রন্থ কুরআনের প্রথম আদেশ, শব্দ এবং প্রথম আয়াত, যা রবের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি নাজিল হয়েছে; সেই আয়াত এবং আদেশের গুরুত্ব নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে সীমাহীন, অপারিসীম।

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর আগেই পড়াকে অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনকেই গুরুত্ব দিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিস পাওয়া যায় ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে।

হাদিস থেকে আমরা জানি, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।

-মুসনাদে আবু হানিফা (হাসকাফি), হাদিস ১,২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪

কত গুরুত্বপূর্ণ ইলম অর্জন! সুবহানাল্লাহ! অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশা করেছেন,

"যে ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।" -সহিস মুসলিম, হাদিস ২৬৯৯

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইলম শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের প্রতি অবশ্য পালনীয় একটি আদেশ হচ্ছে ইলম অর্জন করা।

ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য যদিও অনেক বেশি ইলমের প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ঈমানী সিফাত ও গুণাবলি অর্জনের জন্য, ইসলামি জীবন-যাপনের জন্য, ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য এবং ইসলামের হিফাজতের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইলম অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। তাই, ইসলামি শরিয়তে জরুরি ইলম অর্জনের গুরুত্ব তেমনই, যেমন গুরুত্ব ঈমান ও আমলের। এজন্যই ইসলাম ইলম অর্জন করাকে ফরজ করে দিয়েছে।

এই ফরজ বিধান পালনের আগে যদি আমরা এর গুরুত্ব ও ফজিলতগুলো জেনে নিতে পারি, অন্য মানুষকে জানাতে পারি,

তাহলেই ইলম অর্জনের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত ও আমল মানুষের মাঝে, পরিবারে এবং সমাজের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে।

সকলে এই অবশ্য পালনীয় ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে ইন শা আল্লাহ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়টি আমি আমার থিসিসের বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছি। প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তেমনি আমারও এই বিষয়টি নির্ধারণ করার পেছনে রয়েছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জীবনে বেঁচে থাকতে হলে দুনিয়াবি এবং আখিরাতে প্রয়োজনে জানার কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচরণ করে থাকি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের লক্ষ্যে।

তাই, শরীয়তকে জানার জন্য, তাঁর হুকুম পালনের জন্য প্রয়োজন ইলম অর্জন করা।

ইলম অর্জনের অসংখ্য গুরুত্ব ও ফজিলত কুরআনুল কারিম এবং হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ বর্ণিত হয়েছে। ইলম অর্জন করা ফরজ। আর এই ফরজ বিধান পালনের আগে যদি তার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জেনে নেওয়া যায়, তাহলে আমল করার আগ্রহ অনেকগুণ বেড়ে যায়। কেন ইলম অর্জন করছি/করবো, কোন নিয়তে করবো, এ সকল প্রশ্নের উত্তর তখন স্পষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়াবি এবং পরকালীন জীবনে কী কী ফায়দা লাভ করা যাবে এর বিনিময়ে, এ সকল কিছুই জানা যাবে।

আর এই জানাটাও এক প্রকার ইলম অর্জন এবং আল্লাহ তায়ালার অনেক পছন্দনীয় একটি ইবাদত।

উপরিউক্ত কারণে ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়টি আমি থিসিসের জন্য বাছাই করেছি। এর মাধ্যমে যেন আমি ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান পাই। নিজে উপকৃত হতে পারি, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করতে গিয়ে যেন আমার জ্ঞান আরও বিস্তৃতি লাভ করে। আমি যেন অন্য অনেক মানুষকে; বিশেষ করে পরিবার-পরিজন, নারী সমাজের মাঝে এই বিষয়ে দাওয়াহ করতে পারি।

তাদেরকে ইলমে দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি ইন শা আল্লাহ।

আমার সাফল্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।

وما توفيقي الا بالله.

ইলম (জ্ঞান)

ইলমের পরিচয়

ইলম একটি আরবি শব্দ। ع ل م এই তিন হরফের সমন্বয়ে ইলম শব্দটি গঠিত।

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইলম হচ্ছে জাহল (অজ্ঞাতা)-এর বিপরীত। ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন বা উপলব্ধি করা।

কেউ কেউ বলেন ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু।

ইলম-এর আরেকটি অর্থ হলো: কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানতে পারা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু আলেম বলেছেন, “ইলম হলো (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত”।

অন্যান্য আলেম বলেছেন, “নিশ্চয় ইলম (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট”। আর এখানে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো ইলমে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)।

আর ইলমে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল্লাহ তায়ালা তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর ইলম (জ্ঞান)।'

সুতরাং যে ইলমের মাঝে গুণকীর্তন ও প্রশংসা রয়েছে, সেটিই (অহীর জ্ঞান) এবং শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইলম (জ্ঞান)।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

অর্থ: আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক ইলম (জ্ঞান) দান করেন।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহিহ বুখারি হা/৭১, সহিহ মুসলিম, হা/১৩৩৭

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا - إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ - فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ ۖ

অর্থ: নিশ্চয়ই নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম) কাউকে দিনার ও দিরহামের (দুনিয়াবি কোনো জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। প্রকৃতপক্ষে, তারা (মানুষকে) ইলম (জ্ঞান) এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে।

-সহিহ তিরমিযী, হা/২৬৮২; আবু দাউদ, হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ, হা/২২৩০।

আর এটি জানা বিষয় যে, নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষকে যে ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর শরিয়াত (বিধান) সংক্রান্ত ইলম। সেটা অন্য কোন ইলম না।

নবিগণ (আলাইহিসসালাম) মানুষকে

কারিগরিবিদ্যা, শিল্পকর্মবিদ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উত্তরাধিকারী

বানাননি। তবে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন

করলেন, তখন তিনি কিছু মানুষকে খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখলেন।

(আর) যখন তিনি তাদেরকে পরাগায়ন করতে দেখলেন, তখন তিনি একটি কথা বললেন অর্থাৎ (তিনি বললেন যে) এটি (পরাগায়ন) করার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা কথাটি মেনে নিল এবং পরাগায়ন করা ছেড়ে

দিল। যার ফলে গাছের খেজুর নষ্ট হয়ে গেল।

অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

অর্থ: তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়ে তোমরাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

-সহিহ মুসলিম, হা/২৩৬৩

আর যদি এটি (পরাগায়ন করার ইলমটি) ঐ ইলম হতো, যার মাঝে প্রশংসা রয়েছে, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে অবশ্যই সর্বাধিক জ্ঞানী হতেন। কেননা ইলম ও আমলের কারণে যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়, তিনি হলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অতএব, ইলমে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান) সেটিই, যেটির মাঝে প্রশংসা রয়েছে। আর প্রশংসাটি ইলমে শারঈ অন্বেষণকারীর জন্যই নির্দিষ্ট।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ইলমগুলোর উপকারিতা অস্বীকার করছি না।

যদি অন্যান্য ইলমগুলো আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ও আল্লাহর দীনকে সমর্থনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং যদি ঐসকল ইলমের দ্বারা আল্লাহর বান্দারা উপকৃত হয়; তাহলে ঐসকল ইলম উত্তম ও কল্যাণকর

হবে। আর কখনো কখনো ঐগুলো শিক্ষা করাও ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যায়।

ইলম-এর প্রকারভেদ

আল কুরআনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এতে দুই ধরনের ইলম (জ্ঞান)-এর কথা আলোচিত হয়েছে। সেই অনুসারে ইলমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন:

১. শারঈ ইলম

২. দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান) সহজবোধ্য জীবনযাপনের জন্য।

শারঈ ইলম বলতে সাধারণত ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়।

যেমন: কুরআন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন: গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ এবং রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আমলের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী ইলমের নানা স্তর রয়েছে। সাধারণত আলেমগণ বলেন, যে আমল ফরজ, তার ইলম অর্জন করাও ফরজ। ওয়াজিব আমলের ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। ফিকহের একটি বিখ্যাত উসুল হচ্ছে, 'যা অর্জন করা ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব হয় না তা অর্জন করাও ওয়াজিব'। ফরজে আইন আমল যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি ইলমের একটা স্তর রয়েছে, যা শেখা ফরজে আইন। আর ফরজে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ: প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।

ইলমের পরিধি

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
'হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে 'পরিপূর্ণরূপে' প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ
করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

-সূরা বাকারা (২):২০৮

একটি মাসআলা আমরা সবাই শুনেছি, দ্বীনী ইলম হাসিল করা ফরয। হয়ত অনেকে এভাবে
শুনেছি, ফরযের দুটি স্তর- ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া। কিছু পরিমাণ ইলম ফরযে
আইন, এর অতিরিক্ত ইলম ফরযে কেফায়া। ফরযে আইন ইলম বলতে বোঝায়, যে পরিমাণ
ইলম সবার জন্য শেখা ফরয।

আর ফরযে কেফায়া ইলম হল দ্বীনের বিস্তারিত ইলম, গভীর ইলম, দ্বীনের সকল শাখার
বিস্তারিত ও দলিলসহ ইলম, নবউদ্ভূত মাসআলা-মাসায়েলের ইলম, ইলমের ওই স্তর, যা দ্বারা
কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ত থেকে নবউদ্ভূত বিষয়াবলির সমাধান বের করা যায়। এই
স্তরের ইলম সবার জন্য শেখা ফরয নয়, তবে কিছুসংখ্যক আলেম এমন থাকা জরুরি, যারা
দ্বীনের গভীর ইলম অর্জনে নিমগ্ন থাকবেন, ফিকহ ও দলিল-আদিব্লাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।
যেন কারো প্রয়োজন হলে তাঁদের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং জানতে পারে।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন
করত: বান্দা তার ইহ ও পরকালের সফলতা অর্জন করে অনাবিল চিরসুখের ঠিকানা
জান্নাতের অধিবাসী হতে পারা।

শরীয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং ইলম

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (۱۱۵) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

-সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫,১১৬

যারা ধারণা করে আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্বীয় সত্তাকে মানুষের কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-'মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক।' -সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫,১১৬

অর্থাৎ তিনি এই অলীক ধারণা থেকে পবিত্র।

কারণ, কোনো জিনিস আল্লাহর হেকমতের বাইরে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' -সূরা তিন, আয়াত ৮

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলকে বানিয়েছেন তার ইবাদতের জন্য। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাহ কুরআনে বলেছেন-'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' -সূরা জারিয়া, আয়াত ৫৬

আর ইবাদত বলা হয়, নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ যে শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা। অল্পকথায়- আদেশ ও নিষেধ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

এ হল বিরাট সাফল্য। -সূরা নিসা, আয়াত ১৩

অবাধ্য বান্দাদের জাহান্নামের হুমকি প্রদর্শন করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينٌ

অর্থ: যে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। -সূরা নিসা, আয়াত ১৪

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?

-সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 'আমার জানামতে কুরআনের পরিপূর্ণ ইলম অর্জনকারী কোনো আলেম সُدًى-এর উদ্দেশ্য যে 'আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া' এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত করেননি। অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে, তার উপর দায়িত্ব ও বিধিনিষেধ আরোপ করা ছাড়া এভাবেই তাকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

শরিয় বিধান তথা ইবাদতের সারাংশ হল 'আদেশ ও নিষেধ', যা পালনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাত অর্জিত হয় কিংবা তাতে অবহেলার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হয়। আর এই আদেশ-নিষেধকে তখনই আমলে আনা সম্ভব, যখন সেগুলোর ব্যাপারে বান্দা অবগতি লাভ করবে। আর শরিয়াহই হল সেসব জানার একমাত্র পথ। অবশ্য এর বিপরীতে অনেকে মনে করেন আকলের মাধ্যমে এগুলো জানা সম্ভব; অথচ এটা ভুল চিন্তা। কেননা সৃষ্টিজীবের আকল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো এমন হয় যে, একজন যে বিষয়টি ভালো মনে করে, ঠিক ওই জিনিসটিই অন্যজন মন্দ মনে করে। এজন্য মিথ্যা থেকে সত্য পৃথক করার, ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা করার একমাত্র মাধ্যম হল শরিয়ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

অর্থ: এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশে। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।
-সূরা শুরা, আয়াত ৫২

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আদমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন- নবীজি ওহি আসার আগ পর্যন্ত, 'কিতাব কী এবং ঈমান কী', এ-ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। ঐশী-মাধ্যম ব্যতিরেকে সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ জানার জন্য তখন যদি কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি থেকে থাকতেন, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হতেন সেই ব্যক্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার প্রদত্ত 'ওহি ও শরিয়ত'কে 'নূর' নামে উল্লেখ করেছেন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ ۝

আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি।- সূরা শুরা, আয়াত ৫২

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝

অর্থ: আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতিই নেই।

-সূরা নূর, আয়াত ৪০

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, শরিয়াহপ্রদত্ত নুর ছাড়া মানুষের অধিকারে এমন কোনো নুর নেই, যার মাধ্যমে সে পথপ্রাপ্ত হবে এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

এর মানে এই নয় যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে আকলের কোনো ভূমিকা নেই; বরং ঐশী নির্দেশনা ছাড়া যে আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়- তা বুঝানো উদ্দেশ্য। যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয়ে বিবেক স্বনির্ভর হতো, তাহলে শরিয়ত নিয়ে নবীগণের আগমনের কোনো প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু তাদের অর্থহীন প্রেরণ করা থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

আলোচনার সারকথা হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো-মন্দের বোধগম্যতায় যুক্তির দখল রয়েছে; তবে যুক্তির উপর নির্ভর করে ওয়াজিব ও হারামের মতো বিধান সাব্যস্ত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন স্রষ্টা-প্রবর্তিত শরিয়ত, যা নবীগণ নিয়ে এসেছেন। আর এ বিষয়টি বুঝাতেই আলেমগণ বলে থাকেন **لا حكم قبل ورود الشرع** অর্থাৎ ঐশীবিধান আসার পূর্বে কোনো হুকুম (বান্দার উপর) আরোপিত হয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: 'শরিয়তের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যিক। আর তা হল, আল্লাহ যে-কাজের আদেশ করেছেন, যার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যেই বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন- তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। নবীগণ তো উপর্যুক্ত বিধানাবলি নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন। মানুষ তার ইহজাগতিক জীবনে শরিয়ি নির্দেশ পালনে বাধ্য। কারণ, মানুষের কাছে এমন এক মানদণ্ড থাকা জরুরি, যার সহযোগিতায় সে কল্যাণকর বিষয় গ্রহণ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকবে। আর শরিয়তই হল সেই মানদণ্ড, যার মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়, যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি ইনসাফ এবং তার বান্দাদের জন্য জ্যোতি।

সুতরাং বলা যায়, বনি আদমের জন্য শরিয়ি নির্দেশনা ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব, যা তাদের করণীয়-বর্জনীয় বিষয় চিহ্নিত করে দেবে।

যখন শরিয়ি বিধানের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হল তখন শরিয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও প্রতিভাত হল, যাতে তারা আল্লাহর পছন্দসই বিধান মেনে ইবাদত করতে পারে। কিন্তু শিক্ষা অর্জন ছাড়া তো শরিয়ি বিধান জানার পথ রুদ্ধ। এ কারণেই

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এমন শিক্ষা অর্জন করা ফরজ, যা ব্যতিরেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা অসম্ভব।

সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে ওয়াজিব ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং সেই অনুযায়ী আমল করে, যাতে আল্লাহর সাথে এরকম অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, দুনিয়া অস্থায়ী, যার ধ্বংস অনিবার্য আর আখিরাত চিরস্থায়ী। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের সময়ের একজন মুমিনের তার কওমের প্রতি দাওয়াতের ভাষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۖ

অর্থ! হে আমার কওম! এই পার্থিব জীবন কেবল উপভোগের বস্তু আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।

-সূরা মুমিন, আয়াত ৬৪

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানতো!

-সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৪

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে:

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহঃ কে ইলমের ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করোনি? এতে তিনি ইলম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন এবং সাথে সাথে এর প্রয়োজনীয়তাও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مُنْفَقَاتِكُمْ وَمَنْوَاكُم ۝

অর্থ: অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মুমিন নারী- পুরুষদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

-সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৯

এই আয়াতে আগে ইলম তথা জানার কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে আমলের (ক্ষমা চাওয়ার) কথা।

অতএব কথা ও কর্মের আগে ইলম অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কারণ ইলম ছাড়া কোনো আমল কবুল হওয়া তো দূরের কথা তা শুদ্ধ ও যথাযথ পরিগ্রহই লাভ করে না। সুতরাং আমাদের শিখতে হবে, শিখতে হবে প্রথমে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদের ইলম। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়, আকিদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হয়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়। এর থেকে প্রতীয়মান হলো যে, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং সেখানে তাওহীদের চির সুন্দর বীজ রোপন করতে ইলমের কোনো বিকল্প নেই।

ইলম দৃষ্টির আলো:

ইলম হল এমন আলোকবর্তিকা যার বিকিরণে সত্য উদ্ভাসিত হ় মিথ্যার বিলোপ ঘটে। ইলম হল সেই দৃষ্টির আলো যা দিয়ে মানুষ বর্ত হাকিকত ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয় হলো অন্তরের দৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পেত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়। -সূরা হজ, আয়াত: ৪৬

উল্লিখিত আয়াতে যমীনে ভ্রমণ করার কথা বলে মূলত, ইলম অর্জনের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইলমের পরশে একজন মাটির মানুষ এমন আলোকময় হয়ে উঠে যে, সত্য ও ন্যায়ের সকল পথ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সে নির্বিঘ্নে তাতে চলতে পারে।

ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে:

কোনো বস্তুর সঠিক উপলব্ধির পরেই কেবল তার মর্যাদা ও আজমত হৃদয়ে আসন গাড়ে। আর এই উপলব্ধির ভিত্তি হল, তার সম্পর্কে জানা। সুতরাং আলেমরা যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অধিক জানেন সেহেতু তাদের অন্তরেই আল্লাহর মুহাব্বত অধিকতর গভীরভাবে প্রতিস্থাপিত হবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অর্থ: বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে (যথাযথ) ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। -সূরা ফাতির, আয়াত:২৮

ইলমুল ওয়াহী মানুষকে বিনয়রত করে তোলে:

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

নিশ্চয়ই এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, পবিত্র মহান আমাদের রব, আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

-সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১০৭-১০৯

ইলম অমূল্য সম্পদ:

ইলমের সমকক্ষ কেবল ইলমই। এটা সেই অদ্বিতীয় অমূল্য সম্পদ, যার প্রবৃদ্ধির জন্য কেবল প্রার্থনা করার অনুমতিই দেয়া হয়নি বরং রীতিমত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইলম বৃদ্ধির জন্য দুয়া করার তাকিদ দিতে গিয়ে বলেন,

قل رب زدني علما

অর্থ: তুমি বল, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

-সূরা ত্বাহ আয়াত: ১১৪

ইমাম কুরতুবি রহঃ বলেন, যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তাঁর নবিকে তা-ই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। কিন্তু এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

ইলম হলো উত্তম জিহাদ:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা। দ্বীনের হিফাজতের জন্য এ জিহাদের বিকল্প নেই। এটিই নবির উত্তরাধিকারী

নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটির মর্যাদা মোটেও কম নয়। আর এই জিহাদের গুরুত্বরূপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ: আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।

সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫১-৫২

হযরত ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। এটাকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো না, তারা দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। এমনকি কখনো তারা মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতো। এতদাসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে নবি, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হোন; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

-সূরা আত তাহরীম, আয়াত: ০৯

বলা বাহুল্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। সুতরাং এই জিহাদের মূল হাতিয়ার হল ইলম। এ জন্য الرجال ইলম অন্বেষণকারী ও মুজাহিদকে এক কাতারে রাখা হয় এবং উভয়কে বলা হয় আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل

الله . ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجال
ينظر إلى متاع غيره

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।

ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৭

ইলম ঈর্ষণীয় বস্তু:

আল্লাহ তায়ালা কেবল দুটি বিষয়ে পরস্পর ঈর্ষা পোষণ বৈধ রেখেছেন: সম্পদ ব্যয় এবং ইলম। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قال سمعت عبد الله بن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله

الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

কেবল দুই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করার অনুমতি রয়েছে। ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। অতপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ঐ ব্যক্তি যাকে হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন ফলে তা দিয়ে সে বিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।
সহিহুল বুখার, হাদিস ৭৩

ইলম মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ:

ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হল আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও রাসুলবর্গকে দেয়া ইলমকে আপন দান ও অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকেই এ দানের মাহাত্ম সহজেই অনুমেয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে।

-সূরা আন নিসা, আয়াত ১১৩

হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়া সাল্লামের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

-সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২২

হযরত মুসা আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

আর মুসা যখন যৌবনে পর্দাপণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। সূরা আল কাসাস, আয়াত: ১৪

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর আমার নিয়ামত স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে। তুমি মানুষের সাথে

কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল। -সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ১১০

কুরআনের ইলম আলোকবিচ্ছুরণকারী নূর:

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ٥

আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে
-সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫২

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আমিন শানকিতী (রহ.) বলেন,

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع

من الضار والرشد من الغي

অর্থ: সন্দেহ নেই যে, এই কুরআনই হচ্ছে সেই নূর, যা আল্লাহ তায়ালা ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় করতে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সেই আলোর সাহায্যে হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দ পার্থক্য করা যায়। ক্ষতি ও উপকারী বস্তু চেনা যায়। ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়।

ইলমকে আল্লাহ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লেবাস বলে অভিহিত করেছেন। যেমন:

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمُ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ٦

হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

-সুরা আল-আরাফ, আয়াত: ২৬

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে লিবাস দ্বারা ইলম, রী-শা দ্বারা ইয়াকিন এবং লিবাসুত তাকওয়া দ্বারা লজ্জাশীলতা উদ্দেশ্য।

এসব আয়াত ছাড়াও আরো বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইলম ও ইলমের বাহকদের প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে মূর্খতা ও ইলমহীনতার নিন্দাও করেছেন কুরআনের বহু জায়গায়।

ইলমের আকর্ষণ ও চাহিদা নিঃশেষ:

পৃথিবীর সব বস্তুর চাহিদা ও বাসনা একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। আকর্ষণ ও আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু ইলম এমন বস্তু যার আকর্ষণ ও চাহিদা কখনও নিঃশেষ হয় না। কাতাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

لو كان أحد يكتفي من العلم بشئ لا كتفي موسى عليه السلام ولكنه قال

للخضر عليه السلام : هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

অর্থ: যদি ইলমের চাহিদা শেষ হতো তবে (সর্বপ্রথম) মুসা (আ)-এর চাহিদা শেষ হতো। কিন্তু তিনি খিজির (আ)-কে বললেন, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দেন?

ইলমের এই সীমাহীন মর্যাদা, ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়েছিলেন ইলম। আজ আমরা যেমন পার্থিব বস্তুসামগ্রী হাসিল করতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করি তারা সেরূপ করতেন না। কে কত বেশি আমল ও ইলম হাসিল করতে পারেন তারা সেই প্রতিযোগিতাই করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন। তবে আমাদের কি উচিত নয় তাদের আদর্শ গ্রহণ করে ইলমের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া?

ঈমানদারদের উপর ইলমের নিয়ামাত:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ নেয়ামতের সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দাদের উল্লেখ করেছেন। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলেছেন এবং তাদেরকে এ নেয়ামত দেয়ার স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

অর্থ: যেমন আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করলাম যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শেখাবেন এবং শেখাবেন এমন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না। অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো এবং শুকরিয়া আদায় কর ও আমার সাথে কুফুরি (অকৃতজ্ঞ) করো না।

-সূরা বাকারা:১৫১-১৫২

ইলম তলব করা কাফফারা:

তিরমিযি আবু দাউদের হাদিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবন সাখবারা থেকে, তিনি সাখবারা থেকে, তিনি নবিজি থেকে, তিনি বলেন,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضَىٰ

অর্থ: যে ইলম তলব করে সেটা তার অতীতের জন্য কাফফারা হয়ে যায়।

-তিরমিযি, হাদিস ২৬৪৮

এ মৌলিক বিষয়টিতো আমি এ হাদিস ছাড়া অন্য কোন হাদিসে পাইনি। এটা কোন বিষয় নয়। কেননা আবু দাউদ তিনি নুফাইয়ে' অন্ধ ছিলেন, সিকাহ নন। তবে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, আসমানসমূহ ও যমিনে যারা আছে তারা সবাই আলেমের জন্য ইস্তিগফার করতে থাকে।

এ অর্থে সাহাবিগণের এক জামাআত থেকে অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়।

সুফিয়ান ছাওরি বর্ণনা করেছেন আবদুল কারিম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে যে,

أَنْ مَلَكًا مَوَكَّلًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ حَتَّى يَرُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَبْدَاهُ مَغْفُورًا لَهُ.

তালিবুল ইলমের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে যে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় তাকে সেখানে ফিরিয়ে দেয় যেখান থেকে সে শুরু করেছে।

ইলম কাঙ্ক্ষিত হারানো সম্পদের মত:

তিরমিযি ইবরাহিম ইবন ফাযলের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি মাকবুরি থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْكَلِمَةُ الْجَكَمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

অর্থ: প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য মুমিনের হারানো সম্পদ। সুতরাং যে কেউ যেখানেই তা পাবে সেই হবে তার অধিকারী।

-তিরমিযি, ২৬৮৭; ইবনে মাজাহ, ৪১৬৯

তিরমিযি বলেন, এটা গরিব হাদিস। এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদিসটি আমরা জানি না। ইবরাহিম ইবনুল ফাযল মাদিনি মাখযুমি হাদিসের ক্ষেত্রে তার হিফজ শক্তিকে যয়িফ ভাবা হয়।

হিকমত (প্রজ্ঞা) হল ইলম। যখন মুমিন তা হারিয়ে ফেলে তখন সে যেন নিজের অতি মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে ফেললো। যখন সে তা ফিরে পায় তখন তার অন্তরে প্রশান্তি এবং আত্মায় আনন্দ অনুভব করে। মুমিন যখন তার অন্তর ও প্রাণের হারানো সম্পদ যার সন্ধানে, যার খোঁজে এবং যার তালাশে রাতদিন মেহনত করে তা ফিরে পায় তখন সেও অনুরূপ আনন্দিত ও উদ্বেলিত হয়।

এটা চমৎকার উদাহরণ। কেননা মুমিনের কলব (অন্তর) ইলমের সন্ধান করে। যেখানেই পাওয়া যাক হারানো সম্পদ প্রাপকের চাইতেও সে এটাকে বেশি সৌভাগ্য মনে করে।

ইলম ও আলিম-এর ফজিলত

আলিম ও অন্যদের মাঝে কোন সমকক্ষতা নেই:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আলেম ও যারা আলেম নন তাদের মাঝে সমকক্ষতা রদ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বিবেকবানরাই শুধু উপদেশ মেনে চলে। -সূরা যুমার, আয়াত ৯

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝

জাহান্নামি ও জান্নাতিরা কখনও সমান হবে না। এটা আলেমগণের মর্যাদা ও সম্মান প্রমাণ করে।

-সূরা হাশর, আয়াত ২০

আল্লাহ সুবহানাহু আলেম ও যারা আলেম নন তাদের মাঝে সমকক্ষতা রদ করেছেন। যেমন রদ করেছেন ভালো ও মন্দ, দৃষ্টিসম্পন্ন ও অন্ধ, আলো ও অন্ধকার, ছায়া ও রোদ, জান্নাতি ও জাহান্নামি, বোবা ও অক্ষম যে কোন কাজ করতে সক্ষম নয় এবং যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং সে সরল পথের উপর অধিষ্ঠিত, ঈমানদার ও কাফের, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, যারা যমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মুত্তাকি ও পাপীদের মাঝে সমকক্ষতাকে রদ করেছেন।

কুরআনে দশটি স্থানে এ সব শ্রেণির মাঝে সক্ষমতাকে আল্লাহ রদ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, জাহেলের সাথে আলিমের তুলনা যেমন অন্ধকারের সাথে আলো, রোদের সাথে ছায়া ও মন্দের সাথে ভালোর তুলনার মত।

সব শ্রেণির পরস্পর প্রতিপক্ষের সাথে দৃষ্টান্ত।

আলম ও আহলে ইলমের জন্য এটাই যথেষ্ট। বরঞ্চ তুমি এ সব শ্রেণি নিয়ে চিন্তা করলে এরা পরস্পর সমকক্ষ নয়, তার কারণ হিসেবে ইলমকেই দেখতে পাবে যা মর্যাদাকে আবশ্যক করে, এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণি স্মান পায় এবং তাদের মাঝে কোন সমকক্ষতা নেই।

আলিমের সাওয়াব কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না:

সহিস গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (১)

আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকায়ে জারিয়া, অথবা সেই ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান, যে তার জন্য দুআ করবে।

-ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিস ১৬৩১

হাদিসটি ইলমের সম্মান, মর্যাদা ও এর ফলাফলের উপর অনেক বড় একাউ দলিল। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইলমের সাওয়াব আলিমের ইতিকালের পরও তার নিকট পৌঁছাতে থাকবে। যেন তিনি এখনও জীবিত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়নি। তা ছাড়া তার জন্য তো রয়েছে তার অব্যাহত স্মৃতি ও প্রশংসা। তো অন্যদের আমল যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখন তার জন্য ইলমের ছাওয়াব অব্যাহত থাকা এটা তার জন্য দ্বিতীয় জীবন।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়িতের (মৃত) নিকট সাওয়াব পৌঁছার ক্ষেত্রে এ তিনটি বিষয়কে খাস করেছেন কেননা এটাই তার সাওয়াব অর্জনের কারণ।

আর বান্দা যখন কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত হয় যা আদেশ-নিষেধের সাথে সংশ্লিষ্ট তখন এর দ্বারা তার জন্য কার্যকরণও প্রতিষ্ঠিত হবে। যদিও সেটা তার চেষ্টা ও অর্জন বহির্ভূত হয়। তো যখন সে নিজেই এই সুসন্তান লাভ, সাদাকা জারিয়া ও উপকারী ইলম অর্জনের কারণ তখন এর সাওয়াবও তার জন্য জারি ও অব্যাহত থাকবে। কেননা, এটা অর্জনের সূত্র তো তিনি নিজেই।

অতএব বান্দা সরাসরি যে আমল করে বা এর দ্বারা যে আমল অর্জিত হয় এর সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করেন:

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা খবর দেন যে, তারাই (আলেমগণ) তাঁকে ভয় করেন। বরং তিনি সকল মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তাঁকে ভয় করার জন্য খাস করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের থেকে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহা ক্ষমাশীল। -সূরা ফাতির, আয়াত ২৮

এটা আলেমদের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান হল আদন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। যে তার রবকে ভয় করে এ পুরস্কার তার জন্য।

-সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৮

ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'আল্লাহর ভয়ের জন্য ইলম-ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ সম্পর্কে ধোকা খাওয়ার জন্য অজ্ঞতাই যথেষ্ট।'

আলিমের অল্প কষ্টে বেশি বিনিময়:

একজন আলেম অল্প কষ্ট করে এবং আমলও অল্প করে কিন্তু তার বিনিময় প্রচুর। বাস্তবতায় এর প্রমাণ মেলে। কেননা কারিগর ও শ্রমিকরা কঠিন কাজে প্রচন্ড খাটা খাটনি করে। অপরদিকে উসতায় বসে থাকেন, মানুষকে হুকুম দেন, নিষেধ করেন এবং কীভাবে আমল করতে হবে তা দেখিয়ে দেন। বিনিময়ে কারিগর ও শ্রমিকদের চাইতে বহুগুণ পারিশ্রমিক নেন।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ.)
সর্বোত্তম আমল হল আল্লাহর উপর ঈমান, এরপর জিহাদ।

জিহাদ মানে প্রাণ বিলিয়ে দেয়া ও প্রচন্ড কষ্ট করা। আর ঈমান অন্তরের ইলম, ইলম অনুযায়ী আমল এর সত্যায়ন। এটা সর্বোত্তম আমল। অথচ জিহাদের কষ্ট এর চাইতে বহুগুণে বেশি। বস্তুত ইলম আমলের পরিমাণ, বিভিন্ন স্তর, অনুত্তম থেকে কোনটি উত্তম, অপ্রাধান্য থেকে কোনটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত জানিয়ে দেয়। যিনি আলেম তিনি নিজের জন্য যেটা সর্বোত্তম আমল সেটাই বেছে নেবেন।

ইলম উপলক্ষ্যে আনন্দোল্লাস:

আল্লাহ তায়ালা আহলে ইলমকে যা দান করেছেন তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ যা জমা করে, তিনি সে সম্পর্কে খুব ভালো জানেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

বলুন, এটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। তাই তারা যেন এর জন্য উল্লসিত হয়। তারা যা জমা করে তার চাইতে এটা অনেক উত্তম।

-সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮

আল্লাহর অনুগ্রহের তাফসির 'ঈমান' আর 'তাঁর রহমতের' তাফসির 'কুরআন'। ঈমান ও কুরআন মানে উপকারী ইলম ও নেক আমল। আর এ দুটো হিদায়াত ও হক দ্বীন। এ দুটোই সর্বোত্তম ইলম ও সর্বোত্তম আমল।

ইলম বৃদ্ধির দুয়া করা:

আল্লাহ সুবহানাহ্ তাঁর নবীকে ইলম বৃদ্ধির দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
বিস্তৃত মহান সত্ত্বা আল্লাহ প্রকৃত মালিক। আর আপনার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াতে আপনি তাড়াছড়ো করবেন না এবং বলুন, আমার রব! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।

-সূরা তহা, আয়াত ১১৪

এটাই ইলমের ফযিলতের জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহ নিজ নবীকে তাঁর নিকট ইলম বৃদ্ধির দুয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কোন কোন সালাফের বক্তব্যে পাওয়া যায়,

إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يُقَرَّبُنِي إِلَى اللَّهِ تعالى فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم.

যদি একটি দিনও আমার এমন অতিক্রান্ত হয়, যে দিন আমি এমন কোন ইলম অর্জন করিনি যা আমাকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যে নিয়ে যাবে তাহলে সে দিনের সূর্য উদিত হওয়ায় আমার জন্য কোন বরকত নেই।

ইলম-ই সর্বোত্তম প্রতিদান:

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নেক আমলকারীদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য উত্তম বিনিময় দান করবে।

আল্লাহ সুবাহানাছ এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইহসানের বিনিময় হিসেবে তিনি ইলম দান করবেন। এটা প্রমাণ করে যে, ইলমই সর্বোত্তম প্রতিদান।

প্রথম মাকাম: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ
- لِيَكْفِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.

আর যে সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং যে সত্যকে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাকি। তাদের রবের নিকট তারা যা চাইবে তাদেরকে তাই দেয়া হবে। এটাই নেক আমলকারী বান্দাদের প্রতিদান। যাতে আল্লাহ তাদের কৃত খারাপ আমলগুলো মিটিয়ে দেবেন এবং তারা ভালো যে কাজগুলো করেছে সেগুলোর উত্তম বিনিময় দান করেন।

-সূরা যুমার, আয়াত ৩৩-৩৫

এটা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের প্রতিদানকে শামিল করে।

দ্বিতীয় মাকাম: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

আর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয় তখন আমরা তাকে কর্তৃত্ব ও ইলম দান করি। আর এভাবেই আমরা নেক আমলকারীদের পুরস্কৃত করি।

-সূরা ইউসুফ:২২

নফল ইবাদতের চাইতে ইলমের ফযিলত উত্তম:

আবু নুআইম প্রমুখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবি থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেছেন

فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع

অর্থ: নফল আমলের চাইতে ইলমের ফযিলত উত্তম, আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হল দুনিয়াবিমুখতা।

-হুলাইয়াতুল আওলিয়া: ২/২১২

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনাটিকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মারফু হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন আছে।

এ বিষয়ে এটিই হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কেননা যদি এগুলোর প্রতিটি ইলম ও আমল ফরয হয় তাহলে তা পালন করা সাওম ও সালাতের মত আবশ্যকীয় হবে। এখন যখন দুটি ফযিলতপূর্ণ আমল যেগুলো এগুলোর নফল ও অতিরিক্ত তখন ইলমের অতিরিক্ত ও নফল ইবাদতের অতিরিক্ত ও নফলের চাইতে উত্তম হবে। কেননা, ইলম আলেম ও সাধারণ মানুষ সবাইকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করে। আর ইবাদত শুধু ইবাদতকারীকেই উপকৃত করে। অপরদিকে পূর্বে বর্ণিত এর বিভিন্ন কারণে ইলমের উপকারিতা ও ফলাফল আলেমের মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে। আর ইবাদতকারীর উপকারিতা তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়।

শয়তানের নিকট আবেদের চাইতে আলিম বেশি কঠিন:

তিরমিযি ওয়ালিদ ইবন মুসলিম বর্ণিত হাদিস রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, রাওহ ইবন জানাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,

ففيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد).

অর্থ: শয়তানের নিকট একজন ফকিহ একশত আবেদের চাইতেও বেশি কঠিন।

তিরমিযি বলেন, হাদিসটি গরিব। ওয়ালিদ ইবন মুসলিমের এই সূত্রে আমরা হাদীছটি পেয়েছি।

আমার বক্তব্য: আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আলী ইয়াকতীনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমার ইবন সাঈদ ইবন সিনান আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হিশাম ইবন আম্মার আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওয়ালিদ ইবন মুসলিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাওহ ইবন জানাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেন যুহরি থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে, তিনি নবীজি থেকে বর্ণনা করেন।

আলিমগণের মর্যাদা

উম্মতের মাঝে আলিমগণের মর্যাদা:

আল্লাহ নিকট সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্যাদা হল রিসালাত ও নুবুওয়াতের মর্যাদা। আল্লাহ ফেরেশতা ও মানবজাতি থেকে রাসূলগণকে বাছাই করেন। আর কেনই বা তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির সেরা হবেন না তিনি তাদেরকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মাঝে আল্লাহর পয়গাম, তাঁর আসমা (নামসমূহ), তাঁর কার্যাবলি, তাঁর সিফাত (গুণাবলি), তাঁর হুকুম-আহকাম, তাঁর প্রিয় আমল, তাঁর অপছন্দনীয় আমল, তাঁর সাওয়াব ও তাঁর শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন? তাঁর ওহীর জন্য তাঁদেরকে নির্দিষ্ট করেছেন। সম্মানিত করার জন্য তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। তাঁর বান্দাদের নিকট পয়গাম প্রেরণের জন্য তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। মানুষের মাঝে সব চাইতে বেশি পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব বানিয়েছেন। সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। ইলম ও আমলে সবার চাইতে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। অবয়ব-আকৃতিতে সুদর্শন বানিয়েছেন।

মানুষের হৃদয়ে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ও মহত্ত্ব দান করেছেন। সর্ব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অশালীন-অনৈতিকতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। মানুষের মাঝে তাঁদের খলিফা ও নায়েব (প্রতিনিধি) হওয়ার সম্মানকে তাঁদের পরে সব চাইতে মহত্ত্ব ও মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। কেননা তাঁরা নিজেদের মানহাজ (পদ্ধতি) ও তরিকা অনুযায়ী তাদেরকে (আলিমগণ) খলিফা মনোনীত করেন। সেই পদ্ধতিতে তারা উম্মতকে নসিহত করবে, বিভ্রান্তকে সঠিক নির্দেশনা দেবে, অজ্ঞকে ইলম শিখাবেন, মাযলুমকে সাহায্য করবেন, যালিমকে বাধা দেবেন, ভাল কাজ করার জন্য নির্দেশ দেবেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন, যারা দাওয়াতে সাড়া দেবে তাদেরকে হিকমতের সাথে আর যারা গাফিল ও প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উত্তম ওয়াযের (উপদেশ) মাধ্যমে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবেন এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ও বিপক্ষদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবেন।

এটাই রাসূলগণের অনুসারী ও নবিঘণের ওয়ারিছদের (উত্তরাধিকারী) অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বলে দিন, এটাই আমার পথ। আমি জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারা।

-সূরা ইউসুফ:১০৮

আমি এবং আমার অনুসারীরা জেনে বুঝে আমি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই অথবা আমি জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। অর্থ যাই হোক দুটো বক্তব্যই একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত। কারণ, যেমন অনুসরণীয় (নবি) কাজ করে জেনে বুঝে (তাঁর মত) যে দাওয়াত দেয় সে ছাড়া অন্যরা নবির প্রকৃত অনুসারী হতে পারে না।

এরাই রাসুলগণের প্রকৃত খলিফা এবং ওয়ারিছ (উত্তরাধিকারী), অন্যরা নয়। এরাই হলেন উলুল ইলম (আলিম)। যারা নবী যা এনেছেন সে দায়িত্ব পালন করেন। ইলম, আমল, হিদায়াত, পথ নির্দেশনা, সবার করা এবং জিহাদ-এর ক্ষেত্রে। এরাই হলেন, সিদ্ধিক। এরাই নবিগণের উত্তম অনুসারী।

এদের মাঝে সবার উপরে রয়েছেন তাদের ইমাম সিদ্ধিক আকবার আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا - ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا.

আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে তারা থাকবে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্ধিকগণ, শহিদগণ এবং নেক বান্দাদের সাথে। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।

এটা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা; মহাজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

-সূরা নিসা:৬৯-৭০

আয়াতে সৌভাগ্যবানদের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। সূচনা করেছেন যারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাদেরকে দিয়ে, এরপর পর্যায়ক্রমে যারা রয়েছেন তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত।

ওয়ারাছাতুল আশ্বিয়া সম্পর্কিত হাদিস:

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন:

তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْجِبَّتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের রাস্তা তৈরি করে দেন। ফেরেশতাগণ তালিবুল ইলমের সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আসমানসমূহে এবং যমিনে যারা আছে এমনকি পানির মাছেরাও আলেমের জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আবেদের (নিরেট ইবাদতকারী) উপর আলেমের সম্মান হল সব নক্ষত্রের উপর চাঁদের মর্যাদার মত। আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিনার ও দিরহাম (সম্পদ) রেখে যান না। তাঁরা রেখে যান ইলম। যারা সে ইলম অর্জন করতে পেরেছে তারাই পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পেরেছে।

-আবু দাউদ:৩৬৪১, তিরমিযি:২৬৮২

হাদিসটি বর্ণনা করেন ওয়ালিদ ইবন মুসলিম। তিনি খালিদ ইবন ইয়াযিদ থেকে, তিনি উছমান ইবন আইমান থেকে; তিনি আবুদ দারদা থেকে, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

من غدا لعليم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة، وفَرَشَتْ له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماء وحيثان البحر، وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُورثوا دينارًا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، وموت العالم مُصِيبَةً لا تُجْبَرُ، وتُلَمَّةٌ لا تُسَدُّ، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم

যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের রাস্তা খুলে দেন। ফেরেশতাগণ তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমানের ফেরেশতাগণ

এবং সমুদ্রের মাছ তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকে। আবেদের (নিরেট ইবাদতকারী) উপর আলেমের সম্মান হল পূর্ণিমা রাতে সব নক্ষত্রের উপর চাঁদের মর্যাদার মত। আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিনার ও দিরহাম (সম্পদ) রেখে যান না। তাঁরা রেখে যান ইলম। যারা সে ইলম অর্জন করতে পেরেছে তারাই পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পেরেছে। একজন আলেমের মৃত্যু এমন মুসিবত/ক্ষতি যা সারানো/পূর্ণ করা যায় না এবং এমন ছিদ্র/ক্ষয় যা বন্ধ/পূরণ করা যায় না এবং এমন তারকা যা নিষ্প্রভ। একটি গোত্রের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়েও সহজ। এ হাদিছটি হাসান।

যে রাস্তায় তালিবুল ইলম জান্নাতের পথে অগ্রসর হবে তা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দুনিয়ায় ইলম অর্জনের সেই রাস্তা যে রাস্তা অবলম্বন করেছে তারই প্রতিদান।

ফেরেশতাগণ বিনয় প্রকাশ, সম্মান প্রদর্শন ও তিনি নুবুওয়াতী মিরাজ বহন করছেন এবং তা অর্জন করছেন এ কারণে তার জন্য ডানা বিছিয়ে দেবেন। এটা মহব্বত ও তাযিম প্রমাণ করে। তালেবুল ইলমের প্রতি ফেরেশতাগণের মহব্বত ও তাযিম প্রকাশে তাঁরা তার জন্য পাখা বিছিয়ে দেবেন। কেননা, তিনি এমন বিষয় অর্জনে নিয়োজিত যাতে রয়েছে পৃথিবীর জীবন ও মুক্তি। এতেই রয়েছে ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য এবং এর ও তাদের মাঝে সামঞ্জস্য।

ইলম ও আলেমগণের মর্যাদা

কেননা ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির জন্য সব চাইতে বেশি হিতাকাজক্ষী এবং আদম সন্তানের জন্য বেশি উপকারী। তাদের হাতেই অর্জিত হয়েছে বনি আদমের সব সৌভাগ্য, ইলম ও হিদায়াত। বনি আদমের জন্য তাদের উপকার ও কল্যাণ কামনায় রয়েছে, তারা বনি আদমের যারা পাপী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মুমিনদের প্রশংসা করে, তাদের শত্রু শয়তানদের বিপক্ষে তাদেরকে সহযোগিতা করে এবং নিজের স্বার্থের চাইতেও বান্দার স্বার্থের প্রতি বহুগুণ বেশি আন্তরিকতা প্রদর্শন করে। বরঞ্চ বান্দা নিজের জন্য যে কল্যাণ কামনা করে না এবং তার অন্তরে যার কল্লনাও আসেনা তারা তার জন্য দুনিয়া-আখিরাতের সেই কল্যাণ কামনা করে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ:

আহলে ইলমের জন্য এটা বিশাল সম্মাননা। কেননা, নবীগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সেরা। অতএব আলেমগণ হলেন তাঁদের পরে সৃষ্টির সেরা। যখন প্রত্যেক মাওরুহ (মৃত্যুর পর যার সম্পদ বন্টিত হয়)-এর সম্পদ তার উত্তরাধিকারের নিকট স্থানান্তরিত হয়, কেননা তারাই তার পরে তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং রাসুলগণের পরে যে দায়িত্ব পালনে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে আলেমগণ ব্যতীত সে দায়িত্ব কে পালন করবে? আলেমগণই নবীগণের মিরাজের বেশি হকদার।

এতে এ সতর্কতা দেয়া হয়েছে, মানুষের মাঝে আলেমগণই হলেন নবীগণের বেশি নিকটবর্তী। কেননা মিরাজি সম্পদ মাওরুহ (মৃত্যুর পর যার সম্পদ বন্টিত হয়)-এর নিকটবর্তীদের জন্যই নির্ধারিত। আর এটা যেমন দিনার ও দিরহাম (সম্পদ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুরূপ নুবুওয়াতী মিরাজেও (উত্তরাধিকার) এটা প্রযোজ্য। আল্লাহ যাকে খুশি তাকে নির্দিষ্ট করেন।

এতে আরও রয়েছে আলেমগণের ইতাআত (আনুগত্য) করা, তাদেরকে ইহতিরাম করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদেরকে মর্যাদা দান করা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উম্মাতের প্রতি নির্দেশ ও নির্দেশনা। কেননা, তারা এমন ব্যক্তিবর্গের ওয়ারিছ (উত্তরাধিকারী) উম্মাতের উপর যাদের এমন সব হক (অধিকার) রয়েছে এবং এতে তারা তাদের খলিফাও বটে।

এতে এ মনোযোগও আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাদেরকে মহব্বত করা দ্বীনের অংশ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিষিদ্ধ। যেমন বিষয়টি তাদের মাওরুহ অর্থাৎ তারা যাদের উত্তরাধিকারী তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

অনুরূপ তাদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা এবং তাদের বিরোধিতা করা আল্লাহর সাথে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা এবং তাঁর বিরোধিতা করার নামান্তর। যেমন বিষয়টি তাদের মাওরুহ অর্থাৎ তারা যাদের উত্তরাধিকারী তাদের জন্যও প্রযোজ্য ও প্রতিষ্ঠিত।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

محبة العلماء دين الله يُدَانُ الله به.

আলেমগণকে মহব্বত করা দ্বীন, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রব আযযা ওয়া জাল্লা থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ ۖ

যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করলো সে যেন আমার সাথে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলো।

-সহিস বুখারি:৬৫০২

আর নবিগণের ওয়ারিছরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র ওলীগণের সরদার। এতে আলেমগণের মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নবিগণের হিদায়াত অনুযায়ী সুলুক (ব্যবহার), তাবলিগ, সবর, ধৈর্য্যধারণ, দুর্ব্যবহারকারীদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের সাথে বিনয়ী হওয়া, সুন্দর পদ্ধতিতে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি টেনে আনা, যথাসম্ভব তাদেরকে নসিহত করা আলেমদের জন্য জরুরী। এর মাধ্যমে এই মহান ও কষ্টকর মিরাজ থেকে তাদের অংশ অর্জিত হবে।

এতে আরও সতর্কীকরণ রয়েছে, পিতা যেমন সন্তানদের প্রতিপালন করে তাদেরকেও সেভাবে উম্মতের দেখভাল করতে হবে। তারাও তাদেরকে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে এবং ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী তাদেরকে দায়িত্বশীল করে তুলবে যেভাবে বাবা শিশুকে নিজের খাবার পোঁছানোর কাজে ব্যবহার করে। কেননা, মানুষের আত্মা নবি এবং রাসূলগণের তুলনায় বাবার নিকট শিশুতুল্য। বরঞ্চ তার চাইতেও অনেক বেশি হাল্কা। এ জন্যই যে সব আত্মাকে রাসূলগণ তারবিয়াত দেন নি তারা সফলতা অর্জন করে না এবং সংশোধনও হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

ومن لا يُربيّه الرسول ويسقيه : لبنا له قد در من ثدي قدسه.

যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারবিয়াত দেননি এবং পবিত্র উৎস থেকে প্রাপ্ত তার স্তন থেকে দুধ পান করান নি।

فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه.

সে হচ্ছে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু যার সাথে বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই এবং সে স্বজাতিদের ধাপও অতিক্রম করতে পারেনি।

হাদিসের বাণী-

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.

নবিগণ দিনার ও দিরহাম (সম্পদ) রেখে যান না।

এটা নবীগণের কামালিয়াত এবং সম্প্রদায়ের প্রতি মহান নসিহত এবং তাঁদের ও উম্মাতের জন্য আল্লাহর নেয়ামতের পূর্ণতা যে, তারা সব বাধা দূর করে দিয়েছেন এবং সব সন্দেহের অপনোদন করেছেন, যা কোন কোন দুর্বলচিত্তে এ ভাবনা সৃষ্টি করে যে, নবিগণ রাজা-বাদশাহদের মত যারা দুনিয়া ও রাজ্য চায়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁদেরকে এমন ফিতনা থেকে পরিপূর্ণভাবে হিফায়ত করেছেন।

এরপর যেহেতু সাধারণভাবে মানুষের মাঝে এটাই প্রচলিত যে, কেউ তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দুনিয়া (সম্পদ) অর্জন করে, পরবর্তী সন্তানদের জন্য প্রচুর কষ্ট করে এবং নিজেকে কষ্ট দেয়। সেহেতু নবি ও রাসুলগণের জন্য সে পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কে মানুষের ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, হতে পারে অনেক মানুষের মনে এমন প্রশ্নের জন্ম দিবে এবং বলবে, তিনি যদিও নিজের জন্য কিছু অর্জন করছেন না বটে, কিন্তু তার সন্তানদের জন্য উপার্জন করবেন। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন,

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة.

আমরা নবিগণ কোনো মিরাস (সম্পত্তি) রেখে যাই না। যা কিছু রেখে যাই তা সাদাকা।

-বুখারি: ৬৮২৮

অতএব নবিগণ মিরাসি সম্পত্তি হিসাবে কোন দিনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাদের রেখে যাওয়া মিরাসি সম্পত্তি একমাত্র ইলম।

আল্লাহর তায়ালা বাণী যেখানে মিরাস-এর কথা বলা হয়েছে যে,

وَوَرَّثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ.

এবং সুলাইমানকে দাউদ-এর উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেছেন।

-সূরা নামল:১৬

এখানে ওয়ারাছত দ্বারা ইলম, নুবুওয়াত-এর মিরাস বুঝানো হয়েছে, অন্য কিছু নয়। এটা মুফাসসিরগণ এবং অন্যান্য আলেমগণের সর্বসম্মত মত। কেননা, সুলাইমান ছাড়াও দাউদ আলাইহিস সালামের অন্যান্য পুত্র ছিল। মিরাস দ্বারা সম্পত্তি বুঝানো হলে সুলাইমানের কোন বিশেষত্ব থাকে না।

তা ছাড়াও আল্লাহর কালামকে এ ধরনের বার্তা থেকে সংরক্ষিত রাখা উচিত। কেননা তখন এর ভাব হবে এমন যে বলা হয়, অমুক মারা গেছে এবং তার সন্তান তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত হয়েছে। আর এটা তো জানা কথা, যে মারা যায় তার সব সন্তান তার উত্তরাধিকার হয়। অতএব তখন এ ধরনের কথার কোন ফায়দা থাকে না।

অন্যভাবে দেখা যায় যে, আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়ে যায়, এখানে উত্তরাধিকার দ্বারা ইলম ও নুবুওয়াতের উত্তরাধিকার হওয়া বুঝানো হয়েছে। সম্পদের উত্তরাধিকার নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا.

আর আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে ইলম দান করেছি। তারা উভয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রচুর ঈমানদার বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

এবং সুলাইমানকে দাউদ-এর উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেছেন।

-সূরা নামল:১৫-১৬

এভাবে বলার উদ্দেশ্য, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এবং আল্লাহ তাঁকে যে সম্মান ও পিতার ইলম ও নুবুওয়াতের যে উচ্চ মাকাম ছিল-এর ওয়ারিছ বানিয়েছেন তা উল্লেখ করা।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

এটাই তো নিশ্চিত সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।

-সূরা নামল:১৬

অনুরূপ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর বক্তব্যও,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

আমি আমার পরে আমার মাওয়ালি (চলমান গোত্র) সম্পর্কে আশঙ্কা করছি অপরদিকে আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। অতএব আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকার দান করুন। যে আমার উত্তরাধিকার হবে এবং উত্তরাধিকার হবে ইয়াকুব বংশেরও। এবং হে রব! তাকে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত করুন।

-সূরা মারইয়াম:৫-৬

এটা ইলম, নুবুওয়াত ও আল্লাহর প্রতি দাওয়াত-এর উত্তরাধিকার। অন্যথায় এটা কল্পনাও করা যায় না যে, কোন নবী এমন আশঙ্কা করতে পারেন যে, তার গোত্রীয় লোকেরা তার সম্পদের উত্তরাধিকার হবে। তাই তিনি কোন সন্তান প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করবেন যেন গোত্রীয় লোকেরা তার সম্পদের অধিকারী না হয় এবং তার সন্তানই শুধু তার উত্তরাধিকার হয়? আল্লাহ তাঁর নবি ও রাসুলগণকে এ জাতীয় কর্ম থেকে পবিত্র রেখেছেন।

দূর হোক যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের তাহরিফ (বিকৃতি) করে এবং তাঁর কালামকে আল্লাহর রাসুলের উপর রদ করে এবং নবীগণ যা থেকে মুক্ত এমন বিষয় তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তাঁর হিদায়াত ও তাওফিকের জন্য।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উল্লেখ করা হয় যে, একবার তিনি একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। সেখানে লোকজনকে ব্যবসা ও বেচা-কেনায় ব্যস্ত পেলেন। তখন তিনি বললেন-

أَنتُمْ ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله ﷺ يُقسم في مسجده، فقاموا سراعاً إلى المسجد.

-তোমরা এখানে তোমাদের কাজকর্মে ব্যস্ত অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাসজিদে তাঁর মিরাজ বন্টন করা হচ্ছে। সবাই দ্রুত মাসজিদের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তারা সেখানে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও ইলমের মজলিস ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেল না। তখন তারা জিজ্ঞেস করল, আবু হুরায়রা! তুমি যা বলছিলে তা কোথায়? তিনি বললেন,

هذا ميراث محمد صلى الله عليه و سلم يُقسم بين ورثته وليس بموارثكم ودنياكم .

এটাই তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিরাহ (রেখে যাওয়া সম্পদ)। এটাই বন্টন করা হয় তাঁর ওয়ারিহগণের মাঝে। সেটা তোমাদের মিরাহ (রেখে যাওয়া সম্পদ) ও তোমাদের দুনিয়া নয়।

অথবা এমন কিছু বলেছিলেন।

হাদিসের বাণী **فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَطِّ وَافِرٍ** যারা সে ইলম অর্জন করতে পেরেছে তারাই পূর্ণ অংশ (কল্যাণ) অর্জন করতে পেরেছে। সর্বোত্তম ও সর্বোপকারী কল্যাণ তো যা বান্দাকে উপকৃত করে এবং যা তার সার্বক্ষণিক উপকারে আসে। এ প্রাপ্তি শুধু ইলম ও দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু থেকে পাওয়া যায় না। এটাই সার্বক্ষণিক উপকারী অংশ যা তার প্রাপ্যগণ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তার উপকারিতা যুগ যুগ ধরে চিরস্থায়ীভাবে জারি থাকবে। এটা এ জন্য যে, এর সম্পর্ক হচ্ছে তাঁর সাথে যিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোন মৃত্যু নেই। এ জন্য এর কল্যাণ কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না এবং হারিয়েও যাবে না। অন্যান্য সব সুখ ও কল্যাণ তার সম্পর্কের বিলুপ্তির সাথে সাথে তাও হারিয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا.

তারা যা আমল করেছে আমি সেগুলো অবলোকন করবো এবং পরে সেগুলোকে ধূলিকণার মত করে উড়িয়ে দেব।

-সূরা ফুরকান:২৩

কেননা উদ্দেশ্য যখন ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তাদের আমলগুলোও সেটার অনুসরণ করে এবং আমলকারী যার থেকে বেশি মুখাপেক্ষী তাও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এটাই হল সবচেয়ে বড় মুসিবত যা সারানো যায় না; আল্লাহর পানাহ, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহর শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই)।

হাদিছের বাণী:

وموت العالم مُصِيبَةً لَا تُجْبَرُ، وَتِلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَنَجْمٌ طُمِسَ، وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالَمٍ.

একজন আলেমের মৃত্যু এমন মুসিবত যা সারানো যায় না এবং এমন ছিদ্র যা বন্ধ করা যায় না এবং এমন তারকা যা নিষ্পত্ত হয়ে যায়। একটি গোত্রের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চাইতেও সহজ।

অস্তিত্বের কল্যাণ যখন আলেমগণের সাথে সম্পর্কিত এবং তারা যদি না হতেন তাহলে সাধারণ মানুষ শুধু চতুষ্পদ প্রাণী নয় বরঞ্চ তার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যেত তাই আলেম-এর মৃত্যু মহা মুসিবত যা তার উত্তরসূরী ব্যতীত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া আলেমগণই জনগণ, দেশ ও রাজ্য পরিচালনা করবেন। তাই তাদের অন্তর্ধানে বিশ্ব ব্যবস্থাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এ জন্য আল্লাহ সর্বদাই তাদের থেকে এ দ্বীনের মধ্যে সালাফদের (পূর্ববর্তীদের) জন্য খালাফ (পরবর্তী প্রজন্ম)-এর ব্যবস্থা করেন। তাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর দ্বীন, কিতাব ও বান্দাদের হিফায়ত করেন।

একটু ভেবে দেখুন, ধরাতে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকেন যিনি ধন-সম্পদ ও দান-খয়রাতে আলিমকে অতিক্রম করেছেন এবং তার নিকট যে সম্পদ আছে, মানুষ তার বেশি মুখাপেক্ষী এবং তিনিও যথাসাধ্য তাদের প্রতি ইহসান করেন; এর পর যদি সে ব্যক্তি মারা যায় এবং জনগণ থেকে তার এ ইহসানের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায় তখন কেমন অবস্থা হবে? অতএব এমন ব্যক্তির মৃত্যুর চাইতেও একজন আলিমের মৃত্যু আরও বেশি ভয়াবহ মুসিবত।

এমন আলেম যখন মারা যান তখন তার মৃত্যুতে অনেক জাতি ও সৃষ্টির মৃত্যু হয়। যেমন বলা হয়েছে,

تَعْلَمُ مَا الرِّزْيَةُ فَقَدْ مَالٍ ، وَلَا شَاةٌ تَمُوتُ وَلَا بَعِيرٌ .

ইলম অর্জন কর, সম্পদ হারানো মুসিবত নয়, আর নয় ছাগল যে মরে যায় এবং উট হারানোও নয় (মুসিবত)।

وَلَكِنَّ الرِّزْيَةَ فَقَدْ حُرَّ ، يَمُوتُ بِمَوْتِهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ .

তবে মুসিবত হল এমন স্বাধীন ব্যক্তিকে হারানো, যার মৃত্যুতে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়।

অন্য একজন বলেন,

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هَلَكَهُ هَلَكٌ وَاحِدٌ * وَلَكِنَّهُ بُنْيَانٌ قَوْمٍ تَهْدَمُ .

একজন বিজ্ঞানের মৃত্যুতে শুধু একজনের ধ্বংস নয়; তবে তিনি একটি জাতির ভিত্তি যা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

কুরআন-এ আলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধির আয়াতসমূহ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আহলে ইলম ও আহলে ঈমান-এর মর্যাদা বৃদ্ধির সংবাদ দান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

হে ঐ সকল লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! তোমাদেরকে যখন বলা হবে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন উঠে যেতে বলা হবে তখন উঠে যাবে। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমার কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ সমধিক অবহিত।

-সূরা মজাদালাহ:১১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কিতাব (কুরআন)-এর চার স্থানে মর্যাদা বৃদ্ধির সংবাদ দান করেছেন।

প্রথমটি: এটি (উপরে বর্ণিত)।

দ্বিতীয়টি: তাঁর কালাম-

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ - يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

তরাই প্রকৃত ঈমানদার যখন আল্লাহর যিকর (কুরআন তিলাওয়াত বা আলোচনা) করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভয়ে বিগলিত হয়; আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা হয় তখন ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল (পূর্ণ আস্থা) করে। তারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে বিয়িক দান করেছি তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট সুউচ্চ সম্মাননা, মাগফিরাত (ক্ষমা) ও সম্মানজনক রিষক।

-সূরা আনফাল:২-৪

তৃতীয়টি :

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى .

আর যে কেউ তাঁর (আল্লাহ) নিকট মুমিন হয়ে উপস্থিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি নেক আমল করেছেন তাদের সবার জন্যই রয়েছে সুউচ্চ সম্মাননা।

-সূরা ত্বাহা:৭৫

চতুর্থটি:

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহ বাণী,

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

আর আল্লাহ মুজাহিদিনকে বসে (বিরত) থাকাদের উপর প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর (আল্লাহ) পক্ষ থেকে বিভিন্ন সম্মাননা, মাগফিরাত (ক্ষমা) ও রহমত।

-সূরা নিসা: ৯৫-৯৬

এ চারটি স্থান। এর তিনটি আহলে ঈমানের সম্মান বৃদ্ধি সম্পর্কিত।

ক. ইলমে নাফি (উপকারী ইলম), খ. আমলে সালাহ (নেক আমল)। চতুর্থটি জিহাদের মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি। মর্যাদা বৃদ্ধির সব ব্যবস্থাই ইলম ও জিহাদের সাথে আবর্তিত। আর এ দুটির উপরই রয়েছে দ্বীনের ভিত্তি।

ইলম তার বাহকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে:

ইলম তার বাহককে (আলিম) দুনিয়া ও আখিরাতে এমন স্তরে পৌঁছে দেবে যেখানে না রাজ্য পৌঁছে দিতে পারবে, না পারবে সম্পদ আর না অন্য কিছু। ইলম মর্যাদাবান ব্যক্তির শরফ (মান) বৃদ্ধি করে এবং অধিনস্ত ব্যক্তিকে মর্যাদা এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে, তাকে রাজা-বাদশাদের (রাষ্ট্রনায়ক) মজলিসে স্থান করে দেয়।

যেমন সহিহ গ্রন্থে যুহরি বর্ণিত হাদিছে রয়েছে,

عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبِزَى، فَقَالَ مَنْ ابْنُ أَبِزَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، فَقَالَ عُمَرُ : اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ فَقَالَ إِنَّهُ قَارِئُ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ.

তিনি (যুহরি) আবুত তুফাইল থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফে ইবন আবদিল হারিছ উসফান নামক স্থানে উমার ইবন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট উপস্থিত হন। উমার তাকে মক্কার গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। উমার জিজ্ঞেস করলেন, জনপদের জন্য কাকে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, ইবন আবযাকে তাদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করেছি। উমার জিজ্ঞেস করলেন, ইবন আবযা কে? তিনি বললেন, সে আমাদের মাওয়ালিদের একজন। উমার বললেন, তাদের জন্য কোন মাওয়ালিকে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের আলিম এবং ইলমুল ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

তখন উমার বললেন, শুনে রাখ, তোমাদের নবী বলেছেন, আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কোন জাতিকে উপরে ওঠান আবার এ কিতাবের মাধ্যমেই অন্যকে নিচে নামিয়ে দেন।

-মুসলিম:৮১৭

ইলম দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদার কারণ:

কেউ দুনিয়া ও আখিরাতের কোন মর্যাদা পেয়ে থাকলে তিনি ইলমের বদৌলতে সেটা পেয়েছেন।

একটু ভেবে দেখুন, ফেরেশতাগণের উপর আদম আলাইহিস সালাম যে সম্মান অর্জন করেছেন যার স্বীকৃতি তারাও দিয়েছে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সব বস্তুর নামের শিক্ষা দান করার বদৌলতে ছিল। এর পর তাঁকে (আদম আলাইহিস সালাম) জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর যে মুসিবতে আপতিত হয়েছিলেন তার পরিবর্তে তাঁকে আরও উন্নত ও উমে বিনিময় দান করা হয়েছে যে, রবের পক্ষ থেকেই তিনি সেই কালিমাতে (দুয়া)-এর ইলম লাভ করেন।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) দেশের অধিপতি হন, ইযযত ও সম্মানের অধিকারী হন, এগুলো সবই তো ছিল তাঁর সেই স্বপ্নের ইলম (ব্যাক্ষ্যা)-এর বদৌলতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মিসরের অধিপতি। এর পর ভাইদের যিম্মা থেকে তাদের স্বীকৃতিতেই বিচারিক রায়ে কী কৌশলে তিনি তাঁর ভাইকে উদ্ধার করেন। এর পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসিত পরিণতি এবং দেশ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন এ সব কিছুই ছিল ইলমের অবদান।

এ দিকেই ইশারা করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বক্তব্যে:

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

এভাবেই আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সে বাদশার আইনে নিজ ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না। আমরা যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা সমুন্নত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী।

-সূরা ইউসুফ:৭৬

আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে, আমরা ইচ্ছে করলে কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করবো ইলমের মাধ্যমে যেমন আমরা ইউসুফের মর্যাদা তার ভাইদের উপর বৃদ্ধি করেছি ইলমের মাধ্যমেই। আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِنْتِهَا آيُرْهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۝

এটি ছিল আমাদের হুজ্জত (যুক্তি) যা আমরা ইবরাহিমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দান করেছিলাম। আমরা যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা সমুন্নত করি।

-সূরা আনআম:৮৩

এটা ছিল ইলমুল হুজ্জত (যুক্তিবিদ্যা)-র মাধ্যমে সম্মান বৃদ্ধি। পূর্বেরটা ছিল ইলমুস সিয়াসাত (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)-এর মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি।

অনুরূপ খায়ির (আলাইহিস সালাম)-এর ইলমের কারণে এমন সম্মান অর্জন করেছিলেন যে কালিমুর রাহমান (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী মূসা আলাইহিস সালাম) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট আরজ করেন:

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি এ শর্তে আপনার সাহচর্য পেতে পারি যে, সত্য পথের যে ইলম আপনাকে দেয়া হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে কিছু ইলম (শিক্ষা) দান করবেন।

-সূরা কাহাফ:৬৬

অনুরূপ সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) পাখির কথা বুঝার যে ইলম অর্জন করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি সুদূর সাব্বা রাজ্য পৌঁছে যান, রাজ্যের সম্রাজ্ঞীকে (বিলকিস) বশীভূত করেন, রাজ সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞী তাঁর আনুগত্য মেনে নেন (ইসলাম গ্রহণ করেন)।

এ জন্যই তিনি বলেছিলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

হে মানুষ! আমাদেরকে পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চিত এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।

-সূরা নামল:১৬

অনুরূপ দাউদ (আলাইহিস সালাম) শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরির ইলম অর্জন করেছিলেন।

আল্লাহ ইলমের মাধ্যমে এ সব নেয়ামত প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে ইরশাদ করেন,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.

আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি শিক্ষা দিয়েছি, যাতে যুদ্ধে তা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারে। অতএব তোমরা কি শোকরগুজার হবে?

-সূরা আশ্বিয়া:৮০

এভাবে মাসিহ (ঈসা আলাইহিস সালাম) কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের ইলম অর্জন করেছিলেন যার কারণে আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট তুলে নেন এবং তাঁকে মর্যাদাবান ও সম্মানীত করেন।

অনুরূপ আদম সন্তানদের সরদার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইলম অর্জন করেছেন। আল্লাহ নেয়ামত হিসেবে সেই ইলমের উল্লেখ করে বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

এবং আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না সে সম্পর্কে আপনাকে জানিয়েছেন। আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ মহান।

-সূরা নিসা:১১৩

নৈকট্যলাভ নুবুওয়াতি মর্যাদার একটি:

ইসহাক ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবি ফারওয়া বলেন, নুবুওয়াতের মর্যাদার পরে সব চাইতে বেশি নিকটবর্তীগণ হলেন আলেম এবং মুজাহিদগণ।

রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন আলেমগণ তার রাস্তা দেখিয়েছেন। আর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার জন্য মুজাহিদগণ জিহাদ করেছেন।

ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা ইবন আবি ফাতিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার ইবন কাছির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুল আ'লা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

(مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيَّنَهُ وَبَيَّنَ الْأَنْبِيَاءَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةُ النَّبِيِّ.)
যে ব্যক্তি ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা অবস্থায় মারা যায়, তার মাঝে এবং নবিগণের মাঝে শুধু নুবুওয়াতের স্তরের পার্থক্য থাকবে।

-দারামি হাদিসটি রিওয়ায়াত করেন। সুনান:৩৫৪

আলী ইবন যায়েদ ইবন জুদ'আন তিনি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে হাদিছটি বর্ণনা করেন।

যদিও হাদিসটির সনদ সাব্যস্ত নয়-তবুও সহিহ হওয়া থেকে হাদিসটি দূরেও নয়। কারণ, সর্বোচ্চ মর্যাদা হল নুবুওয়াতের, এরপর সিদ্দীকিয়াহ তথা সততার, এর পর শাহাদাহ (শহিদ হওয়া), এর পর সালাহ (নেক আমল)।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে মর্যাদার এ চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে তারা থাকবে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ এবং নেক বান্দাদের সাথে। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।

-সূরা নিসা:৯৩

অতএব ইসলাম জিন্দা করার উদ্দেশ্যে যে ইলম তলব করবে সে সিদ্দিকিন-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং নবিগণের মর্যাদার পরেই হবে তার মর্যাদা।

আহলে ইলমদের (আলিম) প্রতি আল্লাহর প্রশংসা:

বিভিন্নভাবে এই প্রশংসা এসেছে:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আলিমদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের গুণকীর্তন করেছেন। তাদেরকে এমনভাবে সম্মানিত করেছেন যে, আয়াতে বায়্যিনাত (স্পষ্ট নিদর্শন) সম্বলিত তাঁর কিতাব তাদের অন্তরে রেখেছেন। তাদের জন্য বিশেষ সম্মাননা ও মর্যাদার ব্যবস্থা করেছেন যা অন্যদের দেয়া হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَكَذَٰلِكَ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ - وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ - بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

এভাবেই আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। অতঃপর আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং এদেরও কেউ কেউ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমাদের আয়াতকে কাফেররা ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না। আপনি তো ইতঃপূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করেননি এবং আপনার ডান হাত দিয়ে কিছু লিখেননি। এমনটি হলে তো বাতিলরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। বরং এটা (কুরআন) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে সুরক্ষিত যাদের ইলম দেয়া হয়ে হয়েছে। আমাদের আয়াতকে যালিমরা ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না।

-সূরা আনকাবুত: ৪৭-৪৯

আয়াতের মর্মার্থ যদি হয়, যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে কুরআন আছে, সেখানে কুরআন প্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষিত এবং সে নিজেই আয়াত বায়িনাত (সুস্পষ্ট নিদর্শন) তাহলে এর মাধ্যমে দুটি খবর দেয়া হয়েছে।

১. কুরআন আয়াত বায়িনাত (সুস্পষ্ট নিদর্শন)।

২. কুরআন সংরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে স্থির রয়েছে।

অথবা এও অর্থ হতে পারে যে, তাদের অন্তরে কুরআন আয়াত বায়িনাত (সুস্পষ্ট নিদর্শন)। অর্থাৎ এই কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শন এ বিষয়ে তাদের আগে থেকেই জানা আছে এবং এটা তাদের অন্তরে সংরক্ষিত। দুটি বক্তব্যই একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত, তাদের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই।

উভয় ক্ষেত্রেই এটা তাদের জন্য প্রশংসা ও স্তুতি যার মাঝে রয়েছে তাদেরকে সাক্ষী বানানো। একটু ভেবে দেখ।

৩. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা আলিমদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তার নিকট রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে সেটা হক (সত্য)। এটা তাদের প্রতি প্রশংসা এবং তাদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. ٥

যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে তারা বিশ্বাস করে আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার নিকট প্রেরিত কিতাব সেটা অবশ্যই হক।

-সূরা সাবা:৬

৪. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা সাধারণ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে এবং তাদের সিদ্ধান্তের দিকে রুজু করে। এটা যেন তাদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করার মত। তিনি বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٦

আপনার পূর্বে আমরা পাঠাইনি তবে কিছু মানুষকে পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমরা ওহি প্রেরণ করেছি; অতএব যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে আহলে যিকর (আলেমগণ)-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।

-সূরা নহল:৪৩

আহল র হলেন; আহলে ইলম যা নবীগণের নিকট নাযিল করা হয়েছে।

৫. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা আলেমগণ সম্পর্কে এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসুলের নিকট যা নাযিল করেছেন এটা যে সঠিক তারও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি ইরশাদ করেন,

أَفْغِيرِ اللَّهُ ابْتِغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. ٧

তবে কি আমি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে হাকাম (বিচারক) হিসাবে তালাশ করবো, অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত বিবরণসহ কিতাব নাযিল করেছেন? আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারাও নিশ্চিত জানে যে, এ কিতাব সত্যসহ আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। অতএব কিছুতেই আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

-সূরা আনআম:১১৪

৬. কাফেরদের বক্তব্য যে মিথ্যা সেটা প্রমাণের জন্য আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা কিয়ামতের দিন ঈমানদার আলেমগণকে সাক্ষী বানিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, তারা এক মুহূর্তেরও বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা ওদের জবাবে বলবে, আল্লাহর কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী তোমরা তো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

-সূরা রুম:৫৫-৫৬

৭. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা এমন উদাহরণ সম্পর্কে জানিয়ে দেন যেগুলো দ্বারা বান্দাদের জন্য দৃষ্টান্ত দেয়া হয়। তিনি যা জানান দেন সেটা যে সঠিক তাদেরকে এর প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, আলেমগণই এ দৃষ্টান্ত দ্বারা উপকৃত হন এবং এগুলোর জ্ঞান সম্পর্কে তারাই বেশি অবগত।

তাই তিনি বলেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

এ সব উদাহরণ আমরা মানুষের জন্যই উপস্থাপন করি। কিন্তু আলিমগণ ছাড়া অন্যরা তা অনুধাবন করতে পারে না।

-সূরা আনকাবুত: ৪৩

কুরআন কারিমে রয়েছে চল্লিশটিরও বেশি দৃষ্টান্ত।

কোন কোন সালাফ যখন এমন কোন উপমা পড়তেন যার ব্যাখ্যা তার বুঝে আসছে না তখন তিনি কান্না শুরু করতেন এবং বলতেন,

من العالمين 'আহ! আমি তো আলিমদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

৮. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, তিনি যাকে ইলম দান করেছেন, তাকে অনেক খাইর (কল্যাণ) দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। আর যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয় তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে।

-সূরা বাকারাহ: ২৬৯

ইবনে কুতাইবা এবং জুমহুর (অনেক আলিম) বলেন, 'হিকমত' (প্রজ্ঞা) হল হক (সত্য)-কে জানা এবং তার উপর আমল করা। আর তা হল 'আল ইলমুন নাফি' (উপকারী ইলম) এবং 'আল আমালুস সালিহ' (নেক আমল)।

৯. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবিকে এ বলে সান্তনা দেন যে, আলিমগণ তাঁর (নবি) উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন জাহেলদের কথার কোন পরওয়া না করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا، قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا

এবং কুরআন আমরা তা অল্প অল্প নাযিল করেছি যেন আপনি লোকদেরকে ধীরে ধীরে পড়ে শোনাতে পারেন এবং আমরা একে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। আপনি বলে দিন, তোমরা কুরআনকে মানো বা না মানো; অবশ্যই ইতঃপূর্বে যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে যখন তাদের নিকট তা তিলাওয়াত করা হত তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। এবং তারা বলত, আমাদের রব্ব মহা পবিত্র, আমাদের প্রভুর ওয়াদা নিশ্চয় কার্যকর হবে।

-সূরা ইসরা:১০৬-১০৮

এটা আলিমগণের জন্য মহা সম্মাননা। এর মধ্যেই রয়েছে এ স্বীকৃতি যে, আলেমগণ তাঁকে (আল্লাহ) চিনেছে, তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর তাসদিক (সত্যায়ন) করেছে। অতএব অন্যরা (সাধারণ মানুষ) তাঁর উপর ঈমান আনলো কি আনলো না উভয়টাই সমান।

আলিমগণ উম্মাতের ইমাম ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি

ইলমের ধারকগণ উম্মাতের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি:

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدُوُّه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ইলমের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এ ইলম ধারণ করবে। আল্লাহর কিতাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের তাহরিফ (বিকৃতি), বাতিলদের মনগড়া কথা, মূর্খদের ব্যাখ্যাকে তারা রদ করে দেবেন।

ইবনুল কায্যিম রাহিমাল্লাহ বলেন,

হাদিসটির একাধিক সূত্র রয়েছে।

হাদিসে বর্ণিত হামল (ধারণ করা) দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত তাওয়াক্কুল (দায়িত্ব অর্পণ) বুঝানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন তিনি যে ইলম নিয়ে আগমন করেছেন প্রত্যেক যুগের তার উম্মাতের খালাফ (পূর্ববর্তীগণ) থেকে ন্যায়নিষ্ঠগণ তা ধারণ করবেন।

এর মাধ্যমে যারা ইলম ধারণ করবেন তাঁনিই তাদেরকে ন্যায়বান হওয়ার সনদ দান করেন। তাঁর বক্তব্যে 'এ ইলম' দ্বারা এ সনদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যে কেউ ইঙ্গিতকৃত ইলমের ধারক হবেন তিনি অবশ্যই 'আদিল' (ন্যায়নিষ্ঠ) হবেন। এ জন্যই উম্মতের নিকট এই ইলমের বর্ণনাকারীগণ 'আদালত' (ন্যায়নিষ্ঠ) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং কোন সংশয়ও নেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে রাসুলুল্লাহ যাদেরকে 'আদিল' (ন্যায়বান হওয়া)-এর সনদ দিয়েছেন তাদের বিষয়ে কোন বিতর্ক শোনা হবে না।

যে সকল ইমাম উম্মতের নিকট নববি ইলম ও তাঁর মিরাজ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তারা সবাই -এর 'আদিলের' কারণে 'উদুল' (ন্যায়নিষ্ঠ)। তাই তাদের পরস্পর একে অপরের যাচাই বাছাইয়ে কোন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

উম্মতের নিকট যাচাই বাছাইয়ে যাদেরকে ঐক্যযুক্ত বলা হয়েছে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন বিদআতের ইমামরা এবং যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপবাদে অভিযুক্ত তাদের অনুসারীরা। এরা মূলত উম্মতের নিকট ইলমের ধারক হিসেবে গণ্য নয়।

'উদুল' (ন্যায়বান) ব্যক্তির ব্যতীত -এর ইলম অন্যরা ধারণ করতে পারে না। তবে 'আদালত' বলতে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। মনে করা হয় যার কোন গুনাহ নেই তাকেই 'আদল' বলা হয়। বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। বরং তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে ন্যায়বান ও আমানতদার। যদিও তার এমন কোন গুনাহ রয়েছে যার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হয়। এটা 'আদালত' পরিপন্থী নয় যেমন ঈমান ও বেলায়াত পরিপন্থীও নয়।

আলিমগণ উম্মাতের ইমাম:

আল্লাহ তাআলা আলিমগণ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ইমাম বানিয়েছেন যারা তাঁর নির্দেশে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীরা তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.

আর আমরা তাদের থেকে অনেক ইমাম নিযুক্ত করেছি যারা আমাদের নির্দেশ মোতাবেক হিদায়াত করত, কেননা তারা সবর করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিল।

-সূরা সাজদা:২৪

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

আর যারা এ বলে দুআ করেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের থেকে চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন এবং মুত্তাকিদের জন্য ইমাম বানিয়ে দিন। অর্থাৎ এমন ইমাম বানান যাতে আমাদের পরবর্তীরা আমাদের ইকতিদা (অনুকরণ) করবে।

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইয়াকিন ও সবরের মাধ্যমেই দ্বীনের ইমামতের দায়িত্ব অর্জন করা যায়। এটা সিদ্দিকিনের সর্বোচ্চ মর্যাদা।

'ইয়াকিন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) অর্জন ইলমের কামালিয়াত ও উদ্দেশ্য। ইলমের স্তর অতিক্রমের মাধ্যমেই দ্বীনের ইমামত (নেতৃত্ব) পাওয়া যায়। এটাই 'বেলায়াত' যা অর্জনের মাধ্যম ইলম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছে এর জন্য খাস করেন।

আলিমগণ সালাতের ইমাম:

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলমের ফযিলতের কারণে দ্বীনী বেলায়াতের সর্বোচ্চ ও মহান মর্যাদায় এগিয়ে দিয়েছেন। ইলমের কারণে অন্যদের উপর আলেমদের এগিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবু মাসউদ বাদরি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

(يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَنِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا أَوْ سُنًّا)...

কাওমের ইমামতি করবেন যিনি তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াতে বেশি পারদর্শী। কিতাবতে যদি সবাই সমান হন তবে যিনি সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ। আর যদি সুন্নাহতে সবাই সমান হন তখন যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যিনি বেশি বয়সী....।

-মুসলিম:৬৭৩

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতের উপর ইলমের ফযিলতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর সুন্নাহের ইলমের চাইতে কুরআনের ইলম বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা সুন্নাহের জ্ঞাত বিষয়ের চাইতে কুরআনের জ্ঞাত বিষয় বেশি সম্মানীত। এরপর হিজরতের উপর সুন্নাহের ইলম-কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এতে অধিক আমলকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ইলমের পর আমলের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে। আর উত্তম বিষয়ের ইলমের কারণে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এটা ইলমের শরফ ও মর্যাদা প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয় মর্যাদায় আলেমগণই অগ্রাধিকার প্রাপ্তির বেশি উপযুক্ত।

ইলম দ্বারাই দাওয়াতের আমল হয়

ইলম দাওয়াতের মাধ্যম:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

তার চাইতে কে বেশি উত্তম হবে যিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং নেক আমল করেছেন এবং বলেছেন, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত আছি।

-সূরা হামিম আস সিজদাহ:৩৩

হাসান বলেন,

هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. عمل صالحا في إجابته. فهذا حبيب الله هذا ولي الله.

তিনি মুমিন। আল্লাহর দাওয়াতে তিনি সাড়া দিয়েছেন এবং আল্লাহর যে ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন সে দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে নেক আমল করেছে। তাই ইনি 'হাবিবুল্লাহ' (আল্লাহর হাবিব) আর উনি 'ওলীউল্লাহ' (আল্লাহর ওলী)।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের মাকাম (মর্যাদা) হল বান্দার সর্বাপেক্ষা উত্তম মাকাম (মর্যাদা)।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.

আর নিশ্চয় যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদতে দন্ডায়মান হয় তখন তারা তাঁর চারপাশে ভীড় জমায়।

-সূরা জ্বিন:১৯

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।

-সূরা নাহল:১২৫

আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের স্তর অনুযায়ী দাওয়াতের স্তর বিন্যস্ত করেছেন।

সাড়া দানকারী, গ্রহণকারী ও মেধাবী হক গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। তাদেরকে দাওয়াত ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

যার গ্রহণ করার যোগ্যতা তো আছে কিন্তু সে কিছুটা গাফেল ও পিছুটান এমন ব্যক্তিকে সৎ উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। তা হল আগ্রহ সৃষ্টি ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদেশ নিষেধ সম্পর্কে অবগত করা।

আর ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীর সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ نَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي.

আপনি বলুন, এটাই আমার পথ যে আমি আল্লাহর দিকে বুঝে-গুনেই দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুরণ করে তারও।

-সূরা ইউসুফ:১০৮

দাঈগণের সাওয়াব:

দুই সহিহ গ্রন্থে সাহল ইবন সাঈদ বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم).

তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন মানুষকেও যদি হিদায়াত দেন এটা তোমার জন্য লাল টুকটুক মূল্যবান উটের চাইতেও বেশি উত্তম হবে।

-সহিহ বুখারি:৩০০৯ ও মুসলিম:২৪০৬

হাদিসটি ইলম ও তালিম-এর ফযিলত এবং আহলে ইলম (আলিম)-এর মর্যাদা বর্ণনা করে। এভাবে যে, কোন আলেম দ্বারা একজন ব্যক্তিও যদি হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তবে সেটা তার জন্য লাল টুকটুক মূল্যবান উটের চাইতেও বেশি উত্তম হবে। মালিকদের নিকট এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান ও বাছাই করা। তাহলে তার সম্পর্কে কী মনে হয় যার মাধ্যমে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হচ্ছে?

মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেন, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً).

যে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেছে তার ডাকে সাড়া দানকারীদের সম পরিমান সাওয়াব আহ্বানকারীও পাবে। তাদের উভয়ের সাওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। আর যে বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করেছে তার ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের সম পরিমান গুনাহ সেও পাবে।

তাদের উভয়ের গুনাহে কোন ধরনের করা হবে না।

-সূরা মুসলিম:২৬৭৪

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যার দাওয়াতে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে তার জন্য রয়েছে হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির সম পরিমান সাওয়াব।

অনুরূপ যার দাওয়াতে বিদআতে লিপ্ত হয়েছে তার জন্য রয়েছে বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির সম পরিমান গুনাহ। কেননা এ ব্যক্তি মানুষের হিদায়াতের জন্য তার চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যয় করেছে মানুষকে বিপথগামী করার জন্য। তাই উভয়কেই পূর্ণ কর্ম সম্পাদনকারীর স্থান দেয়া হয়েছে।

এটাই শরিয়তের বিধান-যেমন যথাস্থানে এর বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ.

যাতে তারা কিয়ামতের দিন তাদের পুরো বোঝা বহন করবে এবং আরও যাদেরকে না জেনেই তারা বিপথগামী করেছে তাদের বোঝাও বহন রাখ, কতই না নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করবে।

-সূরা নাহল:২৫

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ.

তারা অবশ্যই নিজেদের বোঝা ও নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের বোঝাও বহন করবে।

-সূরা আনকাবুত:১৩

এটা প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য দিকে উম্মতকে ডাকে সে তার প্রকৃত দুশমন। কেননা সে হিদায়াত প্রাপ্তের সাওয়াব তার নিকট পৌঁছানোর পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এটাই সব চাইতে বড় শত্রুতা। অপমান হতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই।

ইলমের ফলাফল

কল্যাণের গুণাবলী:

প্রতিটি গুণ যা দিয়ে আল্লাহ কুরআনে বান্দার প্রশংসা করেছেন সেগুলো ইলমের ফল ও পরিণতি এবং প্রতিটি ভর্ষনা যার তিরস্কার করা হয়েছে সেটা মুখতার ফল ও পরিণতি।

আল্লাহ বান্দার প্রশংসা করেছেন ঈমান দিয়ে। এটা (ঈমান) ইলমের মূল ও শ্রেষ্ঠাংশ।

আল্লাহ বান্দার প্রশংসা করেছেন আমলে সালেহ (নেক আমল) দিয়ে যা ইলমে নাফি' (উপকারী ইলম)-র ফল।

আল্লাহ তার (বান্দা) প্রশংসা করেছেন শুকর দিয়ে, সবর দিয়ে, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা, তাঁর প্রতি মহব্বত প্রদর্শন, তাঁকে ভয় করা, তাঁর থেকে আশা করা এবং তাঁর দিকে রুজু হওয়া, চরম ধৈর্য ধারণ ও ভাবগাম্ভীর্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও মেধা, নিষ্কলুষতা ও মহানুভবতা, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর বান্দাদেরকে নসিহত করা, তাদের সাথে কোমল আচরণ করা, সহানুভূতি প্রদর্শন, বিনয়াবনত হওয়া, অসদাচরণকারীকে ক্ষমা করা, অন্যায় ব্যবহারকারীকে মার্জনা করা, সবার প্রতি অনুগ্রহ করা, উত্তম ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্যবহার দমন করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, সবরের জায়গায় সবর করা, তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকা, অভিভাবকদের সাথে বিনম্র আচরণ করা, শত্রুর সাথে কঠোর হওয়া, ওয়াদায় সত্যবাদী হওয়া, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, অজ্ঞদের এড়িয়ে চলা, হিতাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশ গ্রহণ করা, পাক্কা ইয়াকিন ও তাওয়াক্কুল করা, প্রশান্তি ও সান্তনা, যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখা এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ও কথা, কাজ এবং নৈতিকতায় ভারসাম্য রক্ষা করা, তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশ পালনে দৃঢ় হওয়া, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে বিচক্ষণ হওয়া, যথাযথভাবে তাঁর হক (যাকাত) আদায় করা, যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করা, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর জান্নাতের দিকে আহ্বান জানানো, পথভ্রষ্টদের পথ সম্পর্কে সতর্ক করা, বিপথগামিতার পথ ও তার অনুসারীদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সত্যের জন্য পরস্পর অসিয়ত করা এবং ধৈর্য ধারণেও পরস্পর তাকিদ দেয়া, গরীব-দুঃখীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করণে উৎসাহিত করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সকল মুসলিমকে সালাম প্রদান করা.....

এভাবে সব প্রশংসিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পছন্দনীয় সব কর্ম যেগুলো শ্রেষ্ঠত্বের উপর আল্লাহ কসম খেয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ - مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ - وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ - وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

নুন, কসম কলাম-এর এবং সে বিষয়ের তারা যা লিপিবদ্ধ করে, আপনার রবের নেয়ামতে আপনি উম্মাদ নন এবং অবশ্যই আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার এবং অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

-সূরা কলাম:১-৪

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن 'কুরআনই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।' -মুসলিম:৭৪৬

এ সব নৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং অনুরূপ যা আছে সবগুলোই ইলম নামক বৃক্ষের ফল।

অপরদিকে অজ্ঞতার যে বৃক্ষ রয়েছে সেটা সব ধরনের নিকৃষ্ট ফল দান করে। যেমন: কুফর, বিশৃঙ্খলা, শিরক, যুলম, বিদ্রোহ, শত্রুতা, আতঙ্ক, অস্থিরতা, অকৃতজ্ঞতা, ব্যস্ততা, বিভ্রান্তি, মতভিন্নতা, অশ্লীলতা, নোংরামী, লোভ ও কৃপণতা ইত্যাদি।

এজন্যই কৃপণতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'কুধারণা মিশ্রিত অজ্ঞতা।'।

এর (অজ্ঞতা) অন্যান্য ফল হল, সৃষ্টিকে ঠকানো, তাদের উপর বড়াই করা, আত্মসম্মতি ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, আত্মতুষ্টি ও লৌকিকতা, খ্যাতি অর্জনের লোভ ও মুনাফিকি, মিথ্যা বলা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা, মানুষের সাথে রূঢ় ব্যবহার করা ও প্রতিশোধ পরায়ন হওয়া, মন্দ আচরণ দিয়ে ভালো আচরণের মুকাবিলা করা, অসৎ কাজের নির্দেশ ও সৎ কাজে বাধা প্রদান, হিতাকাজিকদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাদের নিকট প্রার্থনা করা, তাদের উপর আস্থা রাখা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর তাদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। তাদের আদেশকে আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর হুকুম পালনে মরার ভান করা এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে কঠোর চেষ্টা করা, এর জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া এবং এটা প্রাপ্তিতে চেষ্টা করা। যখন তার প্রবৃত্তির কোন চাহিদা লজ্জিত হয় তখন তার চাহিদাতিরিক্ত প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হয় না। আর যখন আল্লাহর কোন

হক নষ্ট হয় তখন এর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তার অন্তরে সামান্যতম উত্তেজনাও সৃষ্টি হয় না। অথচ আল্লাহর নির্দেশে তার কোন শক্তিই নেই, আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যপারে তার কোন বিচক্ষণতা নেই।

জাহালাত ও মূর্খতার অন্যান্য ফল, শয়তানের রাস্তার (আদর্শ) দিকে আহ্বান জানানো, বিভ্রান্তি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে আহ্বান জানানো, ইবাদত-এর পরিবর্তে কামনাকে প্রাধান্য দেয়া, প্রশ্নের বাহুল্যতা, সম্পদের অপচয়, কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলা (কন্যা ভ্রূণকে হত্যা করা), মায়েদের অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রতিবেশির সাথে দুর্ব্যবহার করা, লজ্জা ও অপমানের পথ অবলম্বন।

মোদ্দা কথা, সামগ্রিকভাবে যে কোন ভালো পরিণতি ইলমের বৃক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। অপর দিকে সামগ্রিকভাবে যে কোন মন্দ পরিণতি জাহালাতের (অজ্ঞতা) বৃক্ষ থেকেই প্রাপ্ত হয়।

বলা যায় পৃথিবীতে যত উত্তম বিষয় দেখা যায় এর সবগুলোই সেই ইলমের নিদর্শন যা রাসূলগণ এনেছেন এবং এর (ইলম) থেকে সংঘটিত।

শয়তানের প্রবেশদ্বার সম্পর্কে জানা:

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁর কোন হিকমতের কারণে বান্দার উপর এমন এক শত্রুকে চাপিয়ে দিয়েছেন যে, ধ্বংসের পথ ও পদ্ধতি এবং অকল্যাণ ও মন্দের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে অবগত; এগুলো সে মানুষের মাঝে বিচিত্র আকারে প্রয়োগ করে। এ বিষয়ে সে অভিজ্ঞ, এগুলো প্রয়োগে উৎসাহী। না ঘুমন্ত অবস্থায় না জাগ্রত অবস্থায় এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না। অবশ্যই ছয়টি পদ্ধতির যে কোন একটি সে প্রয়োগ করবেই।

এক. এটাই তার মূল উদ্দেশ্য। ইলম ও ঈমানের মাঝে বাধার সৃষ্টি করা। তাকে সে কুফরির মধ্যে লিপ্ত করে দেয়। এতে যদি সে সফল হয় তখন সে অবসর নেয় এবং তার থেকে মুক্তি লাভ করে।

এ পদ্ধতিতে সে যদি ব্যর্থ হয় এবং বান্দা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তখন সে এর পরের পদ্ধতি গ্রহণ করে। আর তা (দ্বিতীয় ধাপ) বিদআতে লিপ্ত করা। গুনাহে লিপ্ত করার চাইতে এতে লিপ্ত করা তার নিকট বেশি

পছন্দনীয়। কেননা, গুনাহ থেকে তাওবা করা যায়, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা নসিব হয় না। কেননা, বিদআতকারি মনে করে সে তো হিদায়াতের উপরই আছে। তাই তাওবার প্রয়োজন নেই।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ইবলিস বলে,

اهلكت بنى آدم بالذنوب وأهلكونى بالاستغفار وبلا اله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء
فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

আমি আদম সন্তানকে গুনাহ দিয়ে ধ্বংস করেছি, আর তারা আমাকে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ দিয়ে ধ্বংস করেছে। যখন আমি তা অনুধাবন করতে পারলাম তখন আমি তাদের মাঝে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছড়িয়ে দিলাম। এখন তারা গুনাহ করে কিন্তু তাওবা করে না। কেননা তারা মনে করে তারা তো ভালো কাজই করছে।

যখন এতে সে সফল হয় তখন তা সাধারণ মানুষ ও আমিরদের (প্রভাবশালী) মাঝে ছড়িয়ে দেয়।

এতে সে ব্যর্থ হলে তাকে তৃতীয় ধাপে ফেলে দেয়। তা হল কবির গুনাহ। এতে যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে লামাম-এ ফেলে দেয়। এটা চতুর্থ ধাপ। আর তা হল সগিরা (ছোট) গুনাহ।

এতে যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে উত্তম আমলের চাইতে অনুত্তম আমলে ব্যস্ত করে রাখে যেন সে এ দুয়ের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর এটা পঞ্চম ধাপ।

এতে যদি হেরে যায় তখন সে ষষ্ঠ ধাপের আশ্রয় নেয়। আর এটা তার অনুসারীদেরকে তার (নেক বান্দা) পিছনে লেলিয়ে দেয়। তারা তাকে কষ্ট দেয়, গালি দেয়, তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, বড় বড় বিষয় নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যাতে সে পেরেশান হয়ে পড়ে এবং তার কালব (অন্তর) ইলম অর্জন থেকে, ইচ্ছা থেকে এবং সব আমল থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অতএব যার এ সব বিষয় সম্পর্কে কোন ইলম (খবর) নেই এবং দুশমনের কোন খবর নেই এবং তা থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? তার প্রক্রিয়া জানা নেই তার জন্য এ ধরনের শত্রু থেকে বেঁচে থাকা কীভাবে সম্ভব হবে?

কেননা, কোন ব্যক্তি নিজ শত্রু মুক্তি পেতে পারে না তবে সেই মুক্তি পেতে পারে যদি সে জানে, কোন প্রক্রিয়ায় শয়তান কাছে আসে এবং জানে তার বাহিনী সম্পর্কে যাদের সহযোগিতা সে গ্রহণ করে এবং সে এও জানে কোন পথে শয়তান আসে আর কোন পথে সে বেরিয়ে যায় এবং কিসের শক্তিতে তার সাথে লড়াই করা যায় এবং তাকে ঠেকানো যায়।

ইলম ব্যতীত এগুলোর কিছুই জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তি গাফলতে পড়ে আছে এবং এমন কঠিন বিষয় ও মহা বিপদ থেকে অন্ধ হয়ে আছে।

এ জন্য এ দুশমন, তার বিষয়, তার বাহিনী ও তার ছল-চাতুরী সম্পর্কে কুরআনে প্রচুর আলোচনা এসেছে। কালবগুলোকে (আত্মা) তার শত্রু সম্পর্কে জানতে হবে, জানতে হবে তার সাথে কীভাবে লড়াই করতে হবে এবং মুজাহাদা করত হবে। যদি এর (শয়তানের ছল-চাতুরি) সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ইলম প্রকাশ না করে দিত তাহলে যে মুক্তি পেয়েছে সে কোন দিন মুক্তি পেত না।

অতএব ইলম ও এর ফলাফলের মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়।

ইলম এবং আমল:

ইলম আমলের ইমাম এবং তার পরিচালক। আমল ইলমের অধীন ও ইলমের অনুসারী। তাই যে কোন আমল সেটা যদি ইলমের অনুসারী না হয় তাহলে সেটা আমলকারীর জন্য উপকারী হবে না। বরং সেটা হবে তার জন্য ক্ষতিকর।

ইলম অনুযায়ী অথবা ইলম অনুযায়ী নয়-এর ভিত্তিতে আমল কবুল হওয়া অথবা প্রত্যাখ্যাত হওয়া নির্ভর করে। ইলম অনুযায়ী আমলই হল মাকবুল আমল। আর ইলম অনুযায়ী না হলে সেটা হবে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) আমল। ইলম-ই মাপকাঠি ও মানদণ্ড।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ .

যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যুকে যেন তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কে নেক আমল করে? এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং মহানুগ্রহশীল।

-সূরা মূলক:২

ফুযাইল ইবন ইয়ায বলেন, 'ইলম-ই খালেস ও সঠিক আমল।' তারা বললো, হে আবু আলী! খালেস ও সঠিক আমল কী?

তিনি বললেন,

আমল যদি খালেস হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, তাহলে কবুল হবে না। আর যদি সঠিক হয়, কিন্তু খালেস না হয়, তাহলেও কবুল হবে না। খালেস ও সঠিক হলেই সেটা কবুল হবে। খালেস যেটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হবে। আর সঠিক হলো যেটা সুন্নাহ অনুযায়ী হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

অতএব যে নিজের রবের দর্শন কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং নিজের রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।

-সূরা কাহাফ:১১০

এটাই মাকবুল আমল, এটা ছাড়া আল্লাহ আর কোন আমল কবুল করবেন না। আর তা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে।

ইলম ব্যতীত, আমলকারীর জন্য এই দুই বৈশিষ্ট্য সহকারে আমল করা কখনো সম্ভব নয়। কেননা, সে যদি না জানে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী নিয়ে এসেছেন তখন সে তদানুযায়ী আমল করতে পারবে না। আর যখন সে তার 'মাবুদ'-কেই (যার ইবাদত করা হয়) জানবে না তখন তার জন্য একমাত্র মাবুদ-এর উদ্দেশ্যে নিয়ত করা সম্ভব হবে না। তাই ইলম-ই ইখলাসের দলিল। আর ইখলাস অনুসরণের দলিল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ َ

আল্লাহ শুধু মুতাক্কিদের আমল কবুল করবেন।

-সূরা মায়িদা: ২৭

আয়াতের সর্বোত্তম তাফসিরে বলা হয়েছে, যে আমলে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া আছে সেই আমলই তিনি কবুল করবেন। আর তাঁর প্রতি তাকওয়ার নিদর্শন হল তাঁর হুকুম অনুযায়ী একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে। এটা ইলম দ্বারাই জানা সম্ভব।

এটাই যখন ইলমের মানফিল ও স্থান তখন জানা গেল যে, ইলম-ই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইলমের নূর (আলো) ও অজ্ঞতার অন্ধকার

ইলম জীবন ও নূর (আলো):

নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও নূর (আলো)। আর জাহালত (অজ্ঞতা) মওত (মৃত্যু) ও যুলমাত (অন্ধকার)। প্রতিটি অকল্যাণের মূল কারণ, প্রাণহীনতা ও আলোহীনতা। আর প্রত্যেক কল্যাণের মূল কারণ, আলো ও জীবন। কেননা, আলো বস্তুর রহস্য ভেদ করে, বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করে। আর জীবন কামালিয়াতের গুণাগুণকে পরিশুদ্ধ করে এবং কথাবার্তা ও কৃত্তিকলাপের সঠিক বিন্যস্তকে আবশ্যিক করে। তাই জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপ পুরোটাই কল্যাণ। যেমন, হায়া (লজ্জা)। এর কারণ কলবের (অন্তর) পূর্ণাঙ্গ প্রাণ এবং কদর্যতা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং এর প্রতি ঘৃণা। এর বিপরীত, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা। এর কারণ, অন্তরের প্রাণহীনতা ও কদর্যতাকে ঘৃণা না করা। যেমন, হায়া (লজ্জা)। লজ্জাই বৃষ্টির পানির মত যার দ্বারা প্রতিটি বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

যে ছিল মৃত পরে তাকে আমরা জীবিত করেছি এবং আমরা তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি তার মত হতে পারে যে অন্ধকারে ডুবে আছে সেখান থেকে বের হতে পারছে না।

-সূরা আনআম:১২২

অজ্ঞতা দ্বারা ছিল তার অন্তর মৃত। ইলম দ্বারা অন্তরকে জিন্দা করা হয়েছে এবং তাকে ঈমানের নূর দেয়া হয়েছে যার আলোতে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আর এভাবে আমরা আপনার নিকট আমাদের নির্দেশে রূহকে ওহী করেছি। আপনি জানতেন না কিতাব কী ও ঈমান কী? কিন্তু আমরা এটাকে করেছি নূর যার মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় আপনি তো সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

-সূরা শুরা:৫২

আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি হলেন রূহ যার দ্বারা প্রাণের সঞ্চারণ হয় এবং আলো যার দ্বারা আলোকিত হয়। তিনি দুটি মৌলিক বিষয়কে একসাথে করেছেন, হায়াত (জীবন) ও নূর (আলো)।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসে গেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। এর দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের তাঁর হুকুমে অন্ধকার থেকে নূর-এর পথে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

-সূরা মায়িদা:১৫-১৬

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সেই নূর যা আমরা নাযিল করেছি এর প্রতি ঈমান আন। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

-সূরা তাগাবুন:৮

জাহালাতের অন্ধকার:

আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিভিন্ন স্থানে জাহেলদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ
তায়াল্লা ইরশাদ করেন,

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ

তবে তাদের অধিকাংশই জাহেল।

-সূরা আনআম:১১১

তিনি আরও বলেন,

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

তবে তাদের অধিকাংশই জানে না।

-সূরা আনআম:৩৭

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ وَ يُعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

আপনি কি মনে করেন, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা উপলব্ধি করে? আরে তারা তো
চতুষ্পদ প্রাণীর মত। বরঞ্চ তাদের চাইতেও বেশি ভ্রষ্ট।

-সূরা ফুরকান:৪৪

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়াল্লা অঙ্গদেরকে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে তুলনার মধ্যে সীমাবদ্ধ
রাখেননি, বরঞ্চ তাদেরকে পশুদের চাইতেও ভ্রষ্ট হিসাবে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম প্রাণী বধির, বোবা যারা কিছুই বুঝে না।

-সূরা আনফাল:২২

আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, জাহেলরা তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রাণী যেমন গাধা, হিংস্র প্রাণী, কুকুর, পোকা-মাকড় এবং সব প্রাণীর চাইতেও নিকৃষ্ট। মূর্খরা তাদের চাইতেও নিকৃষ্ট। রাসূলগণের ধর্মে জাহেলদের চাইতে ক্ষতিকারক আর কেউ নেই। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলগণের দুশমন।

জাহালতই (অজ্ঞতা) সব বিশৃঙ্খলার জড়:

সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, জাহালতই (অজ্ঞতা) সব বিশৃঙ্খলার জড়। দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দা যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে তার সব কিছুই হবে তার অজ্ঞতার ফল। অন্যথায়-দৃষ্টান্ত স্বরূপ-এ খাদ্য বিষাক্ত জানা সত্ত্বে কেউ যদি তা ভক্ষণ করে তাহলে নির্দিষ্ট একটি সময়ে তার নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। তাহলে সে কখনও এমন খাবার গ্রহণে এগিয়ে আসবে না। আর যদি তার ভাগ্যে লেখাই থাকে যে, প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়নায় বা দ্রুত তার সময় ফুরিয়ে আসায় সে খাবার গ্রহণে এগিয়ে এসেছে তাহলে বুঝতে হবে এটা ছিল অসহনীয় প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা বা অন্য কোন কারণে খাবার গ্রহণকারী তাই মেনে নিয়েছে।

জাহালত (অজ্ঞতা) জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি:

আল্লাহ তাআলা আগুনের অধিবাসীদের (জাহান্নামী) অজ্ঞ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জন্য ইলম অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের বিষয় বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেন,

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ
فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.

তারা আরও বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুঝার চেষ্টা করতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।

অতঃপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে। ধ্বংস হোক সাঈর নামক জাহান্নামের অধিবাসীরা

-সূরা মুলক:১০-১১

তারা না পায় শুনতে আর না পায় বুঝতে। এ শোনা ও বুঝা এ দুটোই ইলম অর্জনে মূল এবং এই দুয়ের দ্বারা ইলম অর্জিত হয়।

মূর্থতা অন্ধত্ব:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অজ্ঞদেরকে অন্ধদের স্তরে রেখেছেন যারা দেখতে পায় না।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى.

যে জানে আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা হক সে কি তার মত হতে পারে যে অন্ধ?

-সূরা রদ:১৯

সেখানে হয় আলিম থাকবে অথবা থাকবে অন্ধ। আর আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে জাহেলদেরকে বধির, বোবা ও অন্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইলমের ফযিলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বানী:

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم نلّم في الإسلام ثلّة لا يسدها إلا خلف منه

একজন আলেম রোজাদার, তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের চেয়ে উত্তম। যখন একজন আলেম মারা যান তখন ইসলামের গায়ে একটি ছিদ্র ও দাগ পড়ে। যা অপরজন তার স্থান পূরণ না করার আগ পর্যন্ত ভরাট হয় না।

তিনি আরও বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يكتسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدثه بعد موته، وصناعة المال تزول

بزواله، مات خزان المال وهم أحياء

ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে। আলিম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে স্মরণ করে। আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায়।
ইলম হাসিল হলে দুনিয়ার সব কিছু হাসিল হয়।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

خير سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فأختار العلم فأعطي المال والملك معه

সুলায়মান ইবন দাউদ আলাইহিমাস সালামকে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব- এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলম এখতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু এর বদৌলতে সম্পদ ও রাজত্বও হাসিল হয়েছিল।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداء يحببه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنباً استعته ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তাআলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অশ্বেষণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে

নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করেন যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

ذلت طالباً فعززت مطلوباً

ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال
الله وحرامه

রাত্রি জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়ে আল্লাহ তায়ালার হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা একজন আলেমের মৃত্যু অনেক বেশি ভারি।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন,

من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهد فقد نقص في رأيه وعقله

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হওয়াকে জিহাদ বলে মনে করে না তার চিন্তা ও বিবেকের ঘাটতি আছে।

ইলমের প্রচারকের ফযিলত বর্ণনা করে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

من حدث حديثاً فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل

যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি হাদিস বর্ণনা করল আর সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল, তবে বর্ণনাকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواه

ইলম উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাকারীর মৃত্যু ঘটা।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুমাইলকে লক্ষ্য করে বলতেন,

يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم
حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق

হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর সম্পদকে তোমার পাহারা দিতে হয়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ প্রজা। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে তা বৃদ্ধি পায়।

উন্মত্তের সম্মানিত পূর্বসূরী আলিমগণের দৃষ্টিতে ইলম:

ইমাম মালেক (রহ.)-এর বিখ্যাত শাগরেদ ইবন ওয়াহাব (রহ.) বলেন,

আমি একদিন ইমাম মালেক (রহ.)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। সে সময় মুআযযিন আযান দিলে আমি কিতাবপত্র গুছিয়ে সালাতের দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ করলাম। তখন ইমাম মালেক (রহ.) বললেন,

على رسلك ! ترفق ليس الذي تقوم إليه - يعني من التنفل قبل الفريضة
بأفضل مما تقوم عنه إذا صحت النية

একটু দাঁড়াও। মনে রেখো, যে উদ্দেশ্যে (ফরযের পূর্বে নফল সালাত) যাচ্ছে, তা যা থেকে যাচ্ছে তা থেকে উত্তম নয়; যদি নিয়ত সহীহ থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

طلب العلم أفضل من النافلة

ইলম তলব করা নফল সালাতের চেয়ে উত্তম।

পূর্বসূরীগণ ইলমকে আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে আকীদা রাখতেন। শায়খ আব্দুর রহমান ইবন সাদী (রহ.) বলেন,

أن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله - تعالى - بتوقير العلماء وتعظيم حرمتهم

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

كانوا يقولون: موت العالم ثلثة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار

ওলামায়ে কেরাম বলেন, একজন আলিমের মৃত্যুতে ইসলামে যে ছিদ্র তৈরী হয় তা রাত্রি দিনের বিবর্তনে পূর্ণ হয় না।

তিনি আরো বলতেন,

لموت قبيلة أيسر من موت عالم

একটি গোত্রের সকলের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে অনেক সহজ।
বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম যুহরী (রহ.) বলতেন,

ما عبد الله بشيء أفضل من العلم

ইলমের চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح ومن رفع
عنه حزن

ইলমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, যার সঙ্গেই ইলম সম্পৃক্ত হয়, যদিও তা
তুচ্ছ বিষয়ের ইলম হোক না কেন; আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হয়। আর যার থেকে ইলম
উঠিয়ে নেওয়া হয় সে পেরেশান হয়।

আহনফ (রহ.) বলতেন,

كل عز ولم يؤيد بعلم فإلى ذل مصيره

যে ইজ্জত ইলমকেন্দ্রিক নয়, তার শেষ পরিণতি লাঞ্ছনা।

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم ، لأن العالم هو وريث النبي الخ
নবুওয়াতের মর্যাদার পর ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা
আলিম হচ্ছেন নবির ওয়ারিছ। আর নবিগণ দিনার-দিরহামের ওয়ারিছ বানান না বরং তাঁরা
ইলমের ওয়ারিছ বানান।

আবুল আসওয়াদ (রহ.) বলেন,

ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك

ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। বাদশারা তো সাধারণ মানুষের শাসক কিন্তু আলিমগণ বাদশাহদের শাসক।

ইমাম আওয়ামী (রহ.) বলেন,

الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء

আমাদের দৃষ্টিতে মানুষ বলতে আলেমই বুঝায়। তারা ছাড়া অন্যরা কিছু নয়।

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন,

لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة

যদি একজন আলিম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করেন তবে তিনিই বিশাল এক জামাতের মর্যাদা লাভ করবেন।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

من الناس؟ فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال : الذين يأكلون الدنيا بالدين

মানুষ কারা? তিনি জবাবে বললেন, ওলামায়ে কেরাম। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, বাদশাহ কারা?

তিনি বললেন, দুনিয়াবিমুখ লোকেরা।

এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, আর নিকৃষ্ট লোক কারা? তিনি বললেন, যারা দ্বীনের বদলায় দুনিয়া কামায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

ইলম তলব প্রসঙ্গে নারীজাতি পুরুষের সহোদরা:

নারী সমাজের অর্ধাংশ। এমনকি নারী সমাজের বাকি অর্ধাংশেরও জন্ম দিয়ে থাকে। এভাবে নারীই যেন গোটা সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই ইসলাম নারীর শিক্ষাদানের প্রতিও অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

আমি একজন নারী হিসেবে

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত প্রবন্ধে, বিশেষভাবে নারীর ক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করতে চাই।

ইসলাম নারীর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার অস্বীকার কিংবা একে গৌণ হিসেবে তো বিবেচনা করেইনি, বরং নারীশিক্ষা ইসলামের নিকট আবশ্যিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নারীপ্রকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, জীবনের দায়িত্ব পালনে যা তার প্রয়োজন এবং তাকে দেওয়া আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবধর্মের অনুকূল বিষয়াবলির শিক্ষাদান ইসলামে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অতএব, নারী শিখবে তার দ্বীনের আকিদাবিশ্বাস, ইবাদত-আমল এবং শিষ্টাচারের শিক্ষা। তদ্রূপ শিখবে স্বামী-সন্তান নিয়ে জীবনযাপন ও সংসার পরিচালনার জ্ঞান। আরো শিখবে আশপাশের বাস্তবতা অনুধাবন করে উক্ত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে সুখী জীবনযাপনের সহায়ক বিষয়াবলি।

বস্তুত, শরিয় নুসুস বা কুরআন-হাদিসের বক্তব্যে ইলম অর্জনের ব্যাপারে মানবজাতির প্রতি যে আহ্বান এসেছে, তাতে নরনারী উভয় প্রজাতিই शामिल। বস্তুত নারীত্ব ও মাতৃত্ব কোনোটিই ইলম তালাশের পথে বাধা নয় এবং তার জন্য জ্ঞান ও ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকও নয়। বাস্তবতা আমাদের সামনে সে সত্যই স্পষ্ট করে।

যেমন, আমরা সিরাত গ্রন্থাবলিতে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, তা আমাদের সামনে ওহি আহরণের প্রথম প্রহর ও তখনকার নবিগৃহ প্রকম্পনের দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করছে। আমরা সেখানে দেখতে পাই, সে প্রহরের প্রথম ইমানদার মানুষটি, ওহির বাণী শ্রবণে প্রথম মনোনিবেশকারী এবং সে বাণীর প্রথম তেলাওয়াতকারী, প্রথমবারের মতো ইসলামি দাওয়াতের পথে নিজের জানমাল উজারকারী-এ সকল বিষয়ের অধিকারী মানুষটি ছিলেন নবিপত্নী নারী হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা।

তারপর উম্মাহাতুল মুমিনিনগণের কামরাসমূহে ওহির বাণী অবতরণ অব্যাহত থাকে। তন্মধ্যে নববি সুন্নত সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হয়ে উঠেন পূর্ণ পাত্র। অতএব, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন একজন মুফতিয়া, মুয়াল্লিমা এবং কল্যাণপথের পথপ্রদর্শক হিসেবে।

বস্তুত ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উম্মাহাতুল মুমিনিনগণ অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। নারী হয়েও একপর্যায়ে তারা হয়ে উঠেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের ফকিহা এবং তাঁর রাসুলের হাদিসের মুহাদ্দিসা। এমনকি কখনও এমনও হতো যে, কোনো বিষয় বা মাসয়ালা পুরুষদের নিকট জটিলতা সৃষ্টি করলে এর সমাধানের জন্য তারা শরণাপন্ন হতেন এই নারী মনীষীগণের নিকট। বস্তুত এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; তাদের কীর্তি আল্লাহরই দান।

ইসলামে নারীর গুরুত্ব এতটাই যে, কখনো নারীর প্রশ্নের জবাব ও সমাধানে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের প্রধান গ্রন্থ কুরআনের আয়াতও নাজিল হতো।

যেমন হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘটনা; তিনি একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন,

হে আল্লাহর রাসুল, হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহকে নারী নিয়ে তো কিছু বলতে শুনি না। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ

অতএব, তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি জবাব দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের নারী অথবা পুরুষ কোনো আমলকারীর আমলই নষ্ট করব না;

তোমরা পরস্পর অভিন্ন।

-সূরা আলে ইমরান: ১৯৫

ইতিহাসে এমন অনেক মুসলিম নারী আলেমার দেখা মেলে, যারা ইলমের মজলিস কায়েম করতেন। এই যেমন উম্মে দারদা (সুগরা) রহ.; তিনি হাদিস রেওয়ায়েত করতেন, ইলমের বিভিন্ন বিষয় শেখাতেন। তিনি ছিলেন একজন ফকিহা, তলিবে ইলমরা যার কাছে ভিড় করে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করত। যেমন, তার এক শিষ্য বলেন, একবার আমরা উম্মে দারদার মজলিসে বসার পর বললাম আপনাকে আমরা ক্লান্ত করে ফেলেছি।

তখন তিনি বললেন, ক্লান্ত করেছ মনে করছ? শোনো, আমি সব বিষয়েই ইবাদত পালনের সুযোগ খুঁজে দেখেছি, কিন্তু নিজের অন্তর ঠান্ডা করার জন্য উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসে তাদের ইলমি আলোচনার চেয়ে উত্তম কোনো কিছু পাইনি। এ ছাড়া তিনি বলতেন, সর্বোত্তম ইলম হলো মারেফতের জ্ঞান (তথা, আল্লাহর পরিচয় সংক্রান্ত জ্ঞান)।

প্রকৃতপক্ষে নবযুগে নারীসমাজ বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্বের সজ্জায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। আরোহণ করেছিল অতি উচ্চাসনে। একাধারে তারা নবিজির হস্ত মোবারকে বায়াত হয়েছে, তাঁর সাথে হিজরত ও জিহাদ করেছে, নিজেরা ইলম শিখেছে এবং অপরকেও তা শিখিয়েছে। এরূপভাবে তাদের নাম পৌঁছে যায় আকাশের উচ্চতায়, তাদের ইলম ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর চতুর্প্রান্তে। ফলে তারা ইতিহাসের কাছে অর্জন করে অমরত্বের স্বীকৃতি। বস্তুত উম্মতের নারীসমাজের জন্য তাদের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে সম্মান, মর্যাদার উপাদান।

ইলম প্রসঙ্গে নারীর প্রতি নবিজির গুরুত্ব প্রদান:

দ্বীনে ইসলামের সীমানায় এসে নারীজাতি সুমহান মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। ইসলাম তাকে একেক সময়ে একেক পরিচয়ে মা, স্ত্রী, মেয়ে, বোন-এরূপ একাধিক সম্পর্কের বাঁধনে মূল্যায়িত করে সর্বক্ষেত্রে সম্মানের আসনে সমাসীন রাখে। এ ধর্ম তার নাম উঁচু করেছে, তার মর্যাদার প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছে, তার উচ্চারণ পৌঁছে দিয়েছে উর্ধ্বগগনে। কুরআন নামক যেই প্রধান ধর্মগ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বের সাথে তেলাওয়াত করা হয়, সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে নারীর কথা। গোটা জগতের মাঝে সে গ্রন্থ ঘোষণা করেছে যে, নারীসত্তাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, স্বীকৃত অস্তিত্বের অধিকারী, সম্মানের ধারক, তার মধ্যেও রয়েছে প্রবল বুদ্ধিমত্তা, সচেতন অন্তরাত্মা।

মূলত ইসলামের আচরণ, আদর্শ ও চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেন আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তিনি নবি হিসেবে আগমনের পর নারীর প্রতি বলাবাহুল্য পর্যায়ে

গুরুত্ব প্রদান করেন, তার প্রতি সর্বোচ্চ ধ্যানখোয়াল দান করেন। ফলে পুরুষের মতো নারীকেও উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে নেতৃত্ব ও অগ্রদূতের ভূমিকায় পৌঁছে দিতে তিনি মনোনিবেশ করেন নারীর ইমানিয়াত, ইলমিয়াত ও সামাজিকতা বিষয়ক যাবতীয় প্রশিক্ষণে। এ ধারায় তিনি ইলম, আমল, দাওয়াত-তাবলিগের যাবতীয় বিষয়ে নারীকে আখ্যায়িত করেন পুরুষের সহোদরা হিসেবে। তিনি পুরুষের ইলম শিক্ষার পেছনে যেমন গুরুত্বারোপ করেন, তদ্রূপ প্রকাশ করেন নারীর ক্ষেত্রেও; তিনি তাকেও পুরুষের মতো উপদেশে সম্বোধিত করেন, ইলম শিক্ষার মজলিসে উপস্থিত করেন, সর্বোপরি তাদের ইলম শিক্ষা ও দ্বীনের ফিবহ অর্জনের প্রতি অবিরত উদ্বুদ্ধ করেন।

নারীর প্রতি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোনিবেশ ও গুরুত্বারোপের বিষয়টি উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো।

১. নারীর প্রতি ওয়াজ-উপদেশ এবং তালিম প্রদান:

ইমাম বুখারি রহ. তার গ্রন্থে নিম্নোক্ত শিরোনামে পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, 'ইদের দিন নারীদের প্রতি ইমামের ওয়াজ-উপদেশ': সেখানে তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, ইদুল ফিতরের দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়লেন। তখন তিনি খুতবা দেওয়ার আগেই নামাজ পড়লেন। এরপর মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। খুতবা থেকে অবসর হওয়ার পরে তিনি (মিসর থেকে) নামেন। তারপর নারীদের কাছে আসেন এবং তাদের উপদেশ প্রদান করেন। এ সময় তিনি বেলালের হাতের ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর বেলাল তার কাপড় ছড়িয়ে রেখেছিল, নারীরা সেখানে দানসদকার অর্থ রাখছিল। (হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী) ইবনে জুরাইজ (হাদিসটি শোনার পরে তার শায়েখ আতাকে) জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের ওয়াজ করার বিষয়টি কি আপনি ইমামের ওপর অপরিহার্য মনে করেন? আতা উত্তর দিলেন, অবশ্যই ইমামদের ওপর এ কাজ অপরিহার্য; কোন যুক্তিতে তারা এটা এড়িয়ে যাবে!

বস্তুত ইবাদতের দায়ভার গ্রহণ ও জবাবদিহিতা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী যেহেতু পুরুষের সহোদরা বলে গণ্য, সে কারণে তাদের শিক্ষাপ্রদান এবং শিক্ষাগ্রহণ দুটিই আবশ্যিক। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাদের তালিম দিয়েছেন, তাদের ইলম তালাশ কার্যক্রমের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছেন, বিশেষভাবে মজলিস কায়েম করে তাদের হাদিস ও উপদেশ শুনিয়েছেন। বস্তুত এসব বিষয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে

মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার উপায় হিসেবে বিবেচিত, যা তাদের ইলম অর্জন এবং স্বজাতীয় নারীসমাজের মাঝে তার প্রচার-প্রসারের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলেছিল। এ ছিল নির্বিশেষে নরনারী সকলের প্রতি শরিয়তের বাণী এবং দ্বীনের উপদেশ পৌঁছে দিতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আগ্রহ ও কল্যাণকামিতার প্রকাশ। তাই জনগণের জন্য এটা তাদের দায়িত্বশীল শাসকের ওপর অন্যতম অধিকার। যেমন, ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, পরিবারের নারীদের তালিম দেওয়ার দায়িত্বটি শুধু পরিবারের (দায়িত্বশীলের) ওপরই সীমিত নয়, বরং প্রধান শাসক এবং তার প্রতিনিধিদের জন্যও এটা দায়িত্ব। তন্মধ্যে (হাদিসে উল্লিখিত বাক্য-) 'নবিজি নারীদের উপদেশ দান করলেন'- কথাটি থেকে জানা গেল উপদেশ দানের দায়িত্বের বিষয়টি, আর 'নবিজি নারীদের সাদকা করার আদেশ দিলেন'- কথাটি থেকে জানা গেল তালিম বা শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বের বিষয়টি।

সাহিহ বুখারি গ্রন্থের অন্য এক ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, উক্ত হাদিসের মাঝে এ শিক্ষাও রয়েছে যে, ইমাম বা শাসকের ওপর তার প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশ প্রদান করা অপরিহার্য দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে নরনারী সমান। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাঝে বলা হয়েছে, 'ইমাম তার অধীনস্তদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল'-আর এখানে নরনারী উভয়েই शामिल রয়েছে।

তবে নারীদের শিক্ষাপ্রদান চলত একদম আলাদাভাবে। প্রথমে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেওয়া শেষ করতেন, এরপর তিনি নারীদের কাছে যেতেন। যেমন, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে নিম্নরূপ বাক্য এসেছে,

ثم أتى النساء

তারপর তিনি নারীদের কাছে এলেন। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা ছিল, তাদের সহমজলিস ছিল না। আর কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নারীরা যখন পুরুষদের সাথে নামাজে কিংবা কোনো মজলিসে উপস্থিত হতো, তখন ফেতনা, দৃষ্টিপাত, কুচিন্তা ইত্যাদির আশঙ্কা থেকে বাঁচতে তাদের থেকে আলাদা অবস্থানে থাকত।

২. নারীদের নিয়ে আলাদাভাবে ইলমের মজলিস:

ইমাম বুখারি রহ. আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেন,

নারীরা একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, পুরুষরা আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। তাই আপনি আপনার পক্ষ থেকে শুধু আমাদের দিন নির্ধারণ করে দিন।

অতএব, তাদের কথায় সাড়া দিয়ে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর তিনি সেদিন তাদের উপদেশ প্রদান করলেন এবং আদেশ-নিষেধ করলেন।

উক্ত নারীদের প্রতি সেদিন একটি উপদেশ ছিল এই যে, তোমাদের মাঝে যে নারী তিনটি সন্তান (ইতিকালের মাধ্যমে) অগ্রে প্রেরণ করেছে, তারা তার জন্য জাহান্নামের সামনে আড়াল হবে। তখন এক মহিলা জিজ্ঞাসা করল, যদি দুটি সন্তান হয়? তিনি বললেন, দুটি হলেও।

৩. ইলম ও কল্যাণের মজলিসে নারীর উপস্থিতির ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগ্রহ:

সহিহাইন গ্রন্থদ্বয়ে উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সদ্য বালিকা, হায়েজগ্রস্ত এবং (সাধারণত) ঘরে অবস্থানকারী নারীদের ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিন ইদের মাঠে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে হায়েজগ্রস্ত নারী নামাজে অংশগ্রহণ করবে না, শুধু কল্যাণকর্ম (তথা, ইমামের বয়ান, উপদেশ) ও মুসলিমদের দোয়ায় অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কারো কারো তো জিলবাব (তথা, পরিধানের চাদর) নেই। তিনি বললেন, তার কোনো (মুসলিম) বোন যেন তাকে নিজের জিলবাব পরায়। অপর বর্ণনায় এসেছে, তার সাথে যেন তাকে নিজের জিলবাব পরতে দেয়, তারপর অবশ্যই যেন তারা কল্যাণের (মজলিসে) উপস্থিত হয়।

বস্তুত এ বক্তব্যের মধ্যে ইলমি উপকার লাভের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট আহ্বান রয়েছে। আর ইলমের গুরুত্ব এবং নারীর ইলম শিক্ষার ব্যাপারে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম আগ্রহের জন্যই মূলত এরূপ বলা হয়েছে।

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, উক্ত হাদিসের মধ্যে এ প্রমাণ রয়েছে যে, হায়েজগ্রস্ত নারীও আল্লাহর জিকির ত্যাগ করবে না এবং মসজিদে প্রবেশ ব্যতীত ইলম ও জিকিরের মতো অন্যান্য কল্যাণকর মজলিসের উপস্থিতি পরিত্যাগ করবে না।

মূলত হয়েজগ্রস্ত হলেও সকল নারীর উপস্থিতির ব্যাপারে নববি আগ্রহের কারণ হলো, যেন কোনো নারীই দ্বীনের ফিকহ ও বিধানের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রকৃতপক্ষে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি শুধু অপরাপর মুসলিম নারীর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেই যত্নবান ছিলেন না, বরং নিজের পরিবারের তালিমের ব্যাপারেও সমান যত্নবান ছিলেন। ফলত নবিপত্নীগণ সর্বাত্মে উক্ত মূল্যবান প্রাপ্তিতে ধন্য হন এবং নববি শিক্ষার যত্ন ও গুরুত্ব লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্য অর্জন করেন। বস্তুত নবিগৃহের এমন বিশেষ পরিচর্যা লাভের মাধ্যমেই উম্মাহাতুল মুমিনিগণ আরোহণ করেছিলেন বিশিষ্ট আলেমা ও ফকিহার আসনে। ফলত তারা দ্বীনের তাবলিগে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন,

সুন্নতে নববির প্রসারে রাখেন বিশেষ অবদান।

এরপর তাদের কামরাঙলো হয়ে উঠে তালিবে ইলমদের গন্তব্যস্থল; অদূরের ও দূরদূরান্তের জিজ্ঞাসু, ফতোয়াপ্রার্থী, জটিলতার সম্মুখীন মানুষেরা ছুটে আসত তাদের ঘরের উদ্দেশ্যে, এবং তাদের কাছে লাভ করত তাদের পরম আরাধ্য ও সংকটের সমাধান। বস্তুত এই উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহরই দয়া ও অনুগ্রহ যে, নবিগৃহে সম্মিলন ঘটেছিল বহুবিবাহের। ফলে তাদের থেকে বর্ণিত ইলমি প্রসঙ্গ এবং দ্বীনি প্রশ্নোত্তরের ধরন অল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুপ্রকারের ডালপালায় ছড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উপসংহার:

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়ে উপর্যুক্ত লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াত এবং অসংখ্য হাদিসুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন মুসলিম বান্দা হিসেবে প্রতিটি মানুষের জন্য ইলম অর্জন করা আবশ্যিক।

আল্লাহ তায়ালা বিধি-বিধান মানা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

তাই, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিধান মানতে হলে, আদেশ-নিষেধ পালন করতে হলে সবার আগে জানতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির একমাত্র পথ জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

এর কোনো বিকল্প নেই।

দুনিয়া-আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবার্থে প্রয়োজন ইলম অর্জন করা।

দেহের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার চাইতে মানুষের জন্য ইলম-এর প্রয়োজনীয়তা বেশি জরুরী। কেননা দেহ দিনে এক কি দুবার খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। আর মানুষ প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে ইলমের মুখাপেক্ষী। কেননা তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে সে ঈমান অথবা কোন না কোন হিকমাতের মুখাপেক্ষী। যদি কোন না কোন নিঃশ্বাসে তার ঈমান বা হিকমাত পৃথক হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়। ইলম ছাড়া এটা থেকে বেঁচে থাকার কোন বিকল্প নেই। অতএব ইলমের প্রতি মুখাপেক্ষীতা পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষীতার চাইতেও বেশি বড়।

তাই, মানুষের জীবনের শুরু থেকেই শুরু হবে ইলমের সাথে পথচলা এবং এটার ব্যাপ্তি হবে আমৃত্যু।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন।

তাঁর পথের তলিবুল ইলম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র:

- ১.কিতাবুল ইলম
- ২.ফরয ইলম শিক্ষা ও বিস্তার
- ৩.ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত
- ৪.ইলম ও আলেমগণের মর্যাদা
- ৫.ফরজ ইলমের পরিচয়
- ৬.পড়তে ভালোবাসি
- ৭.নবিযুগে নারীর ইলম সাধনা